রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১, ২০১৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৫৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৪০
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৪৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) (অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২২ কার্তিক ১৪২১/৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৩-৩৬২—যেহেতু, ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে গত ২৯-০৮-২০১১ তারিখের ০৫.১৩১.০০০.০০.০১.০৮.২০০৮-১০৫১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত মেয়ে ও জামাই এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে স্ত্রী ও কন্যাসহ যুক্তরাষ্ট্র গমনের জন্য ১৫-১০-২০১১ তারিখ থেকে অথবা ছুটি ভোগের তারিখ থেকে ১ (এক) মাসের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু তিনি ছুটি ভোগের তারিখ উল্লেখ না করে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং পরবর্তীতে অসত্য তথ্য অর্থাৎ ১ (এক) মাসের স্থলে ২ (দুই) মাসের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে কানাডা ও আমেরিকায় মেয়ে ও মেয়ের জামাইকে দেখতে আসেন উল্লেখ করে ১৮-০২-২০১২ তারিখে কানাডা হতে অসুস্থতার কারণে ০১-০৩-২০১২ থেকে ৩১-১২-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ছুটি বৃদ্ধি করার আবেদন করেন। অতঃপর এ মন্ত্রণালয়ের গত ২২-০৩-২০১২ তারিখের ০৫.১৩১.০০০.০০.০১.০৮৪.২০০৮-৩৬৩ নং স্মারকে তিনি কত তারিখে বিদেশ গমন করেছেন এবং কোন দেশে অবস্থান করছেন সে তথ্য জানানোসহ বিদেশে অবস্থানরত অবস্থায় ছুটি বৃদ্ধি করার বিধান না থাকায় দেশে এসে কর্মস্থলে যোগদান করে ছুটির প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্রসহ অতিরিক্ত ভোগকৃত ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা সত্ত্বেও তিনি কোন তথ্য প্রদান করেননি এবং দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদান করে অতিরিক্ত ভোগকৃত অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুরের পুনঃ আবেদন না করে ১৯-০৫-২০১২ তারিখে পুনরায় শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে ০১-০৩-২০১২ তারিখ থেকে ৩১-১২-২০১২ তারিখ পর্যন্ত অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুরের আবেদন করেন;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের গত ০৭-০৬-২০১২ তারিখের ০৫.১৩১.০০০.০০.০১.০৮৪.২০০৮-৬৯০ নং স্মারকে তাঁকে বিদেশ গমন পরবর্তী অর্থাৎ ১ (এক) মাসের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি দেয়ার পর কানাডায় কিভাবে চিকিৎসাধীন আছেন তা জানানোর জন্য পত্র দেয়া হয় এবং ১৮-০২-২০১২ ও ১৯-০৫-২০১২ তারিখের ছুটি বৃদ্ধির আবেদনসহ সংলগ্নীসমূহের স্বাক্ষর ভিন্নরূপ হওয়ার বিষয়ে তাঁর মতামত চাওয়া হয়। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে লিখিত কোন জবাব প্রদান না করে পূর্ব মঞ্জুরিকৃত ১ (এক) মাস ছুটি গ্রহণ করে অননুমোদিতভাবে কানাডায় গমন করেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন সংগত আদেশ অমান্য করে ১ (এক) মাসের অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) ভোগের পরেও দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে ১ (এক) বছরের অধিককাল বিদেশে অবস্থান করায় সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ((Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ২০-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০১.২০১৩-১৯৩ নং স্মারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১১-০৬-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করে জবাবে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করায় গত ১১-০৭-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানির দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য জনাব পিউস কস্তা, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১১-০৯-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১)- এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে "চাকুরি অপসারণ" (Removal from service) করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭-১০-২০১৩ তারিখে ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১)-কে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের পর ২ (দুই) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নিধারিত সময়ের মধ্যে তিনি কোন জবাব প্রদান না করায় ইতঃপূর্বে তাঁকে "চাকুরি হতে অপসারণ" (Removal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা বহাল রাখা হয় এবং তাঁকে "চাকুরি হতে অপসারণ" (Removal from service) করার প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে অপসারণ" (Removal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে; এবং

যেহেতু, ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামতের আলোকে উক্ত অভিযোগের দায়ে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে আদেশ জারির দিন থেকে "চাকুরি অপসারণ" (Removal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

যেহেতু, ড. এ. এইচ. এম মোস্তাইন বিল্লাহ (১২৪১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধিমতে তাঁকে আদেশ জারির দিন থেকে "চাকুরি হতে অপসারণ" (Removal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৮ কার্তিক ১৪২১/১২ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৪-৩৬৫—যেহেতু, তিনি বেগম হাসনুন নাহার (৪৯৭১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে এ মন্ত্রণালয়ের ২৬-০২-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১০৭.০৭-২৪২ নং স্মারকে স্বামী ও সন্তানের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইতালী গমনের জন্য ২৭-০২-২০১৩ তারিখ থেকে ৯ (নয়) মাসের বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুর করা হলে উক্ত ছুটি ভোগের নিমিত্ত ইতালীতে গমন করে ছুটি ভোগ শেষে ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কর্মস্থলে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি দেশে না ফিরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান করতে পারবেন না মর্মে ইতালীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ২৫-১১-২০১৩ তারিখের আবেদনে জনান। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১১-০২-২০১৪ তারিখের ০৫.১৩১.০০.০০০০.০২.১০৭.০৭-২১৯ নং স্মারকে বিদেশে অবস্থান করে বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি বৃদ্ধির আবেদন 'বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা' সমর্থন না করায় তাঁকে মঞ্জুরিকৃত ছুটির অতিরিক্ত সময় বিদেশে অবস্থান না করে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত নির্দেশনা সত্ত্বেও কর্মস্থলে যোগদান না করে সুস্থ হওয়ার পর কর্মস্থলে যোগদান করবেন উল্লেখ করে পুনরায় ০৮-০৬-২০১৪ তারিখে ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে গত ২৭-১১-২০১৩ তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস ১৭ (সতের) দিন

কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইন সংগত আদেশ অমান্য করাসহ কর্তব্যে চরম অবহেলা করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" (Misconduct) ও "ডিজারশন" (Desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৮-২০১৪ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৪-২৬৫ নং স্মারকে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৫-০৯-২০১৪ তারিখে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে গত ০২-১১-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত শুনানিতে সরকার পক্ষে মনোনীত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রেয়াজুল হক, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলীয় জবাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা সুস্পষ্ট যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম হাসনুন নাহার (৪৯৭১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে এ মন্ত্রণালয়ের ১১-০২-২০১৪ তারিখের ০৫.১৩১.০০.০০০০.০২.১০৭.০৭-২১৯ নং স্মারকে বিদেশে অবস্থান করে বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি বৃদ্ধির আবেদন 'বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনা' সমর্থন না করায় তাঁকে মঞ্জুরিকৃত ছুটির অতিরিক্ত সময় বিদেশে অবস্থান না করে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে গত ২৭-১১-২০১৩ তারিখের পরিবর্তে ০৭-০৯-২০১৪ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করে ৯ (নয়) মাস ১১ (এগার) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে "অসদাচরণ" (Misconduct) এর সামিল অপরাধ করেছেন; এবং

যেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় বেগম হাসনুন নাহার (৪৯৭১)-এর কৃত অপরাধ অর্থাৎ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, বেগম হাসনুন নাহার (৪৯৭১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" (Misconduct)-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড আরোপ করা হল এবং তাঁর ২৭-১১-২০১৩ তারিখ থেকে ০৬-০৯-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ আশ্বিন ১৪২১/৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১৪-৩৮৭—যেহেতু, মোসাঃ কামরুন নাহার (১৫৪৪৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর গত ২০-০৫-২০১২ তারিখ হতে ১৪-০৮-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালীন সময় ২০১৩ সালের ঈদ-উল-ফিতর এর আগের দিন ও পরের দিন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কর্মস্থল ত্যাগের কারণে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক কারণ দর্শানো হলে তিনি সময়মত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকালীন বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করাসহ কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রণালয় হতে ৪-০৮-২০১৪ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২৪-০৯-২০১৪ তারিখে উক্ত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোসাঃ কামরুন নাহার (১৫৪৪৫) জানান, গজারিয়া, উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকালীন ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৩ এর আগের দিন তাঁর শ্বশুরের অসুস্থতার খবর পাওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার মত মানসিক অবস্থা সে সময় তাঁর ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়;

অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি প্রথম অভিযোগ ও এ সংক্রান্তে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন-এ বিবেচনায় মোসাঃ কামরুন নাহার (১৫৪৪৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর-কে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৮ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০১১.২০১৩-৪৩০—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার (১৫১৭৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী বর্তমানে মেয়রের একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট গত ২৬-৬-২০১২ তারিখ হতে ১৪-৩-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকালীন গত ০৪-০৩-২০১৩ তারিখ বালিয়াকান্দি উপজেলা সদরে স্থানীয় দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সংঘর্ষে স্থানীয় একটি পেট্রোলপাম্প, উপজেলার একটি রাজনৈতিক দলের অফিস, কয়েকটি বাসা বাড়ি ও যানবাহন ভাংচুর হলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ ফোর্সের সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল দায়িত্ব পালন করেননি। উপরন্তু একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রেখে তিনি নিজ বাসভবনে অবস্থান করে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন;

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার (১৫১৭৮) গত ২৩-৪-২০১৩ তারিখ রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার রাজধরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা মহোদয়ের সাথে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হওয়া সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগদান না করে একই দিনে একই সময় পার্শ্ববর্তী আরেকটি স্কুলের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যোগদান করে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে স্বাভাবিক শিষ্টাচার বহির্ভূত দায়িত্বহীন আচরণ করেন। তাঁর উক্তরূপ আচরণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা এবং চাকুরি শৃঙ্খলা পরিপন্থি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১২-১২-২০১৩ তারিখে উক্ত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি বিবেচনায় প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব সোলতান আহমদ (৪৫০৭), যুগ্মসচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। গত ২৩-৯-২০১৪ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মুহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার (১৫১৭৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী, বর্তমানে মেয়রের একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট এর উক্তরূপ আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি-৪(২) (এ) অনুযায়ী "তিরস্কার (Censure)" লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার (১৫১৭৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী, বর্তমানে মেয়রের একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণের (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার বিধি-৪(২) (এ) অনুযায়ী "তিরস্কার (Censure)" লঘুদণ্ড প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.১০১.২০০০-৪৩১—যেহেতু জনাব এস.এম. রেজওয়ান হোসেন (৩৫৮৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মনিরামপুর, যশোর বর্তমানে যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত গত ০৩-০৮-১৯৯৭ খ্রিঃ হতে ১৬-০৩-৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত মনিরামপুর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকালীন স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা ও আপোষকামী মনোভাবেব কারণে ম্যাজিস্ট্রেট প্রহৃত হওয়ার মত ঘটনা সৃষ্টি হওয়ায় এবং স্বচ্ছতার সাথে পরীক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব এস.এম. রেজওয়ান হোসেন (৩৫৮৩) বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিল করে শুনানির জন্য আবেদন করলে শুনানি গ্রহণান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এ বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) মোতাবেক 'তিরষ্কার' সূচক লঘুদণ্ড আরোপ করা হয়;

যেহেতু, জনাব এস.এম. রেজওয়ান হোসেন (৩৫৮৩) বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আপিল আবেদন করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁর আপিল আবেদন না-মঞ্জুর হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আপিল আবেদন না-মঞ্জুর হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ২১১/২০০০ নং এ.টি. মামলা দায়ের করলে গত ২৪-০১-২০০৪ তারিখ অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস.এম. রেজওয়ান হোসেন (৩৫৮৩) এঁর পক্ষে রায় হয়;

যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এ.টি. ২১১/২০০০ নং মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হতে এ.এ.টি. ৮১/২০০৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হলে সরকারের আবেদন খারিজ হয়। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে লীভ-টু-আপিল ৯১৪/২০১০ নং মামালা দায়ের করা হলে লীভ-টু-আপিল মামলাটি বিজ্ঞ আদালতের আদেশে খারিজ হয়;

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এ.টি. ২১১/২০০০ নং মামলার ২৪-০১-২০০৪ তারিখের আদেশ, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের এ.এ.টি. ৮১/২০০৪ নং মামলার আদেশ এবং সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে লীভ-টু-আপিল ৯১৪/২০১৪ নং মামলার চূড়ান্ত আদেশের ভিত্তিতে জনাব এস.এম. রেজওয়ান হোসেন (৩৫৮৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মনিরামপুর, যশোর বর্তমানে যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত এঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ২৪-০১-২০০০ তারিখের সম/ডি৫/(অভিঃ)-১০১/২০০০-২৪/১(২৫) নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড এতদ্বারা বাতিল করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডঃ কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৫৩.০০২.০১২.০১.০০.০০২.২০০৩-২৫৯**—রাষ্ট্র মালিকাধীন কর্পোরেটেড ব্যাংক যথা-সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত নির্বাচনী সাক্ষাতকার বোর্ড নিম্নবর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী গঠিত হবে :

মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির জন্য গঠিত নির্বাচনী বোর্ড এর রূপরেখা

সভাপতি

(১) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান

সদস্যবৃন্দ

(২) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও

সদস্য-সচিব

(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মানব সম্পদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিয়ার রহমান
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ২৫ আগস্ট ২০১৪

নং **আর-৬/৭এন-০২/২০১৪-১২০৪**—**১৯৬১** সালের নোটারী অধ্যাদেশ (**১৯৬১** সালের **১৯** নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পিতা সুলতান আহম্মদ বেপারীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) **১৯৬৪** সনের নোটারী বিধিমালার **১৯** নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

আদেশাবলী

তারিখ, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **আর-৬/৭এন-১৭/২০১৪-১২২৬**—**১৯৬১** সালের নোটারী অধ্যাদেশ (**১৯৬১** সালের **১৯** নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ হামিদুল হক, পিতা আলহাজ্ব এ.এস.এম. ইহতিশাম-উল-আলম @ মোঃ তাশেম মিয়া, মাতা মরহুমা আলহাজ্ব সেলিনা বেগমকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) **১৯৬৪** সনের নোটারী বিধিমালার **১৯** নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-২৬/২০১৪-১২৩৬**—**১৯৬১** সালের নোটারী অধ্যাদেশ (**১৯৬১** সালের **১৯** নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সমীরন মল্লিক, পিতা স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র মল্লিককে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) **১৯৬৪** সনের নোটারী বিধিমালার **১৯** নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-০৬/২০১৪-১২৩৯**—**১৯৬১** সালের নোটারী অধ্যাদেশ (**১৯৬১** সালের **১৯** নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মাহবুব-উল-আলম, পিতা মোঃ শাহ আলম, মাতা মোর্শেদা বেগমকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) **১৯৬৪** সনের নোটারী বিধিমালার **১৯** নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-০৩/২০১৪-৪৫৭**—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সুবীর বর্দ্ধন (মুন), পিতা মৃত অলক বর্দ্ধন, মাতা মৃত আভা বর্দ্ধন, গ্রাম সেনভাগ লক্ষীকোল, ডাকঘর বৈদ্য বেলঘড়িয়া, উপজেলা সদর, জেলা নাটোর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাটোর জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মুহাম্মদ লুৎফুল মজীদ নয়ন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১৫ অক্টোবর ২০১৪

নং **বিচার-৭/২এন-৪১/২০০৪-৪৮৬**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা মোঃ মফিজুল ইসলাম, মাতা জাহানারা খাতুন, মহল্লা পূর্ব সোনাপাতিল, ওয়ার্ড নং ০৫, হোল্ডিং নং ২৯৮/০১, ডাকঘর নলডাঙ্গা হাট, উপজেলা নলডাঙ্গা, জেলা নাটোর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলাধীন নবসৃষ্ট পৌরসভার অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ আশ্বিন ১৪২১/১৪ অক্টোবর ২০১৪

নং **১২.০৫৪.০৩৫.০৩.০০.০০৬.২০১০-২৫৯**—বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, বীজ আইন (সংশোধিত), ১৯৯৭ এবং বীজ আইন (সংশোধিত), ২০০৫ এর ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭ ধারা মোতাবেক এবং বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ অনুসারে জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণকে বীজ পরিদর্শকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বলাই কৃষ্ণ হাজরা
উপসচিব।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাস্থবক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ আশ্বিন ১৪২১/৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **১৮.০১৭.০০৯.০০.১৫.০০১.২০১৪-১৯২**—বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও পরিচালনায় গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা, লালমনিরহাট-১।
(৩) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
(৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৫) মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
(৬) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
(৭) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, রংপুর রেঞ্জ।
(৮) কমিশনার অব কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, রংপুর।
(৯) জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট।
(১০) পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট।
(১১) যুগ্ম শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
(১২) চেয়ারম্যান, পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ, পাটগ্রাম।
(১৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাটগ্রাম।
(১৪) সভাপতি, এফ.বি.সি.সি.আই, ঢাকা।
(১৫) সভাপতি, বাংলাদেশ সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন, ঢাকা।
(১৬) সভাপতি, বুড়িমারী সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন।
(১৭) সভাপতি, লালমনিরহাট প্রেসক্লাব।
(১৮) সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, লালমনিরহাট।
(১৯) সভাপতি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি, বুড়িমারী স্থলবন্দর, পাটগ্রাম।
(২০) সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, ঢাকা।
(২১) সভাপতি, বুড়িমারী স্থলবন্দর হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন।

সদস্যবৃন্দ

(২২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

কর্মপরিধিঃ

(ক) বন্দর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা;

(খ) বন্দর পরিচালনা ও কর্মসম্পাদন (Performance) পর্যালোচনা এবং বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে বন্দরের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;

(গ) বন্দর ব্যবহারকারী ও বন্দরের সাথে সম্পর্কিত সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;

(ঘ) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি ও সার্ভিসসমূহের পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুপারিশকরণ।

শর্তাবলীঃ

(ক) সভাপতির নির্দেশনা অনুসারে উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;

(খ) কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(গ) কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে যে কোন সরকারি কর্মকর্তা ও বন্দরের যে কোন সদস্য/বিভাগ প্রধানকে বা অন্য কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সভায় বিশেষজ্ঞ সার্ভিস প্রদানের জন্য উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবেদ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩

আদেশ

তারিখ, ১৩ অক্টোবর ২০১৪

নং **২৫.০১৮.০০৫.০৫.০০.০১৫.২০১২-২৫০**—জনাব মোঃ লোকমান হোসেন, সহকারী পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর দায়ে দোষী সাব্যস্তক্রমে একই বিধিমালা ৪(২)(বি) মোতাবেক "বর্তমান পদ থেকে উপরে পদোন্নতি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা এবং এক বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা" হল।

২। তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বরা প্রত্যাহার করা হল, সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৩। এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম রব্বানী
সচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ ভাদ্র ১৪২১/১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.২১২.১২-৬০৫**—যেহেতু, পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া-এর বিরুদ্ধে জনৈক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, বাড়ী নং ১৬৬, মোল্লাপাড়া, পশ্চিম কাফরুল, ঢাকা কর্তৃক ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত লাভের নিমিত্ত আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের (Misconduct) অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৩ রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয় এবং অভিযুক্তের লিখিত জবাব তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে অভিযুক্ত অভিযোগ স্বীকার করেন এবং আনীত অভিযোগ গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য অভিযোগের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং অভিযুক্ত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব ও চূড়ান্ত আপোষনামা দাখিলের আবেদন বিবেচনা করে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত আপোষনামা দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং যেহেতু অভিযুক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত আপোষনামা দাখিল করতে ব্যর্থ হন, এবং যেহেতু অভিযুক্তকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্তকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন উক্ত বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে; এবং

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া, গবেষণা কর্মকর্তা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ভুঁইয়া সফিকুল ইসলাম
সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩৯.০০৯.০০৬.০১.০০.০৫২.২০১৪-২০১৫/৯১৩**—নির্দেশক্রমে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Medical Sciences (Medi-S) গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
(১)	অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত	উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা	আহ্বায়ক
(২)	অধ্যাপক ডা: কাজী দ্বীন মোহাম্মদ	পরিচালক, জাতীয় নিউরোসায়েন্স ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
(৩)	অধ্যাপক ডা: মোহাম্মদ আবু আজহার	মেডিসিন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	সদস্য
(৪)	অধ্যাপক ডা: ফরিদুল আলম	প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, আইএনএমইউ, বিএসএমএমইউ ক্যাম্পাস, শাহবাগ, ঢাকা	সদস্য
(৫)	ডা: মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ফারুক সহকারী অধ্যাপক	সার্জারী বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা	সদস্য
(৬)	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপ-সচিব (অধিশাখা-১০), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা, বাছাই ও অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। কমিটির সদস্য ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির সদস্য সচিবের সংঙ্গে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর
যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পাট-২ (অধিশাখা)

আদেশ

তারিখ, ১১ কার্তিক ১৪২১/২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং **২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০০৪.১২-৩২০**—আদিষ্ট হয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "সমন্বিত উফশী পাট ও পাট বীজ উৎপাদন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ১১ ক্যাটাগরীর ১২০টি পদ সংরক্ষণের মেয়াদ ০১-০৬-২০১৪ ইং তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত শর্তে নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি মঞ্জুরী (জি ও) জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
(১)	সহকারী পরিচালক	৮ (আট) টি
(২)	পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৩ (তেতাল্লিশ) টি
(৩)	সমন্বয় কর্মকর্তা	০২ (দুই) টি
(৪)	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার	০২ (দুই) টি
(৫)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১ (এক) টি
(৬)	পাট উন্নয়ন সহকারী	৪৬ (ছেচল্লিশ) টি
(৭)	হিসাব সহকারী (উচ্চতর স্কেল)	০১ (এক) টি
(৮)	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪ (চার) টি

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
(৯)	গাড়ী চালক	০২ (দুই) টি
(১০)	এম এল এস এস	০৯ (নয়) টি
(১১)	ঝাড়ুদার	০২ (দুই) টি
		১২০ (একশত বিশ) টি

শর্তসমূহ :—

(১) চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে এ ব্যয় মিটাতে হবে, অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া যাবে না;

(২) পাট অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের কোড নং-৩-৪১৩৫-০০০১ হতে নির্বাহ করা হবে;

(৩) পরবর্তীতে কোন শূন্য পদ (যদি থাকে) সংরক্ষণ করা যাবে না;

(৪) এ আদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৯-২০১৪ এর ০৫.১৬০.০১৫.০৮.১৩.০২৬.২০১০-১৪৬ এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-৭ এর সম্মতিপত্র ০৭.১৫৭.০১৫.০৭.০২.০১.২০১১.১৭২ তাং ১৪-১০-২০১৪ স্মারকমূলে সম্মতি রয়েছে।

নাসিমা বেগম
যুগ্ম-সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-২
এল, এ, কেস নং ৩৩(বি)/১৯৭৯-৮০
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৫৭**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০২-১৯৮২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদ দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ৪০ নং সরই।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৩৩৫	৫৮১	আংশিক	০	০৫
১২০, ১২১, ১৮৮, ২১১, ২১৩, ৬৯০	১২০৬	আংশিক	০	০৫
১২০, ১২১, ১৮৮, ২১১, ২১৩	১২০৭	আংশিক	০	০১

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.১১ একর

জমির নকসা (এল এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ, কেস নং ১৫৭(বি)/১৯৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৫৮**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৮-০৯-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ৮১ নং উত্তর কাঠিপাড়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
১০০	৬৮১	আংশিক	০	০৪
১১৪	৬৮২	,,	০	০৫

১	২	৩	৪	৫
১১৪	৬৮৪	আংশিক	০	০৪
১১৪	৬৮৫	,,	০	০২
১০০	৭৫৩	,,	০	১২
০৭	৭৫৫	,,	০	০৪
১১৪	৭৫৬	,,	০	০৭
০৭	৭৬৩	,,	০	১২

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.৫০ একর

জমির নকসা (এল,এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ, কেস নং ৬৩(বি)/১৯৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৫৯**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৯-০৬-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা ঝালকাঠি সদর, মৌজা ৯৩ নং বারৈগাতি।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
১২১	১৮	আংশিক	০	১০
১৮৪	১৯	,,	০	০৫
১৭, ১৮	২৬	,,	০	০৩
১৭, ১৮	২৭	,,	০	০৪
৩১	২৮	,,	০	০২
১১৯, ১২২	৩৮	,,	০	০৫
১০১, ১৬৭	১০৯	,,	০	০৪
১৪৫	১১১	,,	০	০১
১৪৫	১১২	,,	০	০২

১	২	৩	৪	৫
৯৯	১১৩	আংশিক	০	০২
৩৩	১১৫	,,	০	০৫
৩৩	১১৮	,,	০	০৪
১০২, ১৯৮, ১৯৯	১১৯	সম্পূর্ণ	০	১০
১৩৭	১২০	আংশিক	০	০৪
১৩৭	১২১	,,	০	০৩
৮৩, ৯১	১২২	,,	০	০১
১১১	১২৬	,,	০	০৩
১১১	১২৭	,,	০	০১
১৫১, ২০৭	১২৮	,,	০	০৩
১১১	১২৯	,,	০	০৪
১৩৭	৩৬৭	,,	০	০১

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.৭৭ একর

জমির নকসা (এল এ প্লান) জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ, কেস নং ১৪৩(বি)/১৯৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৬০**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০১-০৭-১৯৮২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা ঝালকাঠি সদর, মৌজা ০৩ নং কাঁচাবালিয়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
৭৭৬	৩১	আংশিক	০	০৭
৭৭৩	৩২	,,	০	০৭

১	২	৩	৪	৫
২৬০	৩৪	আংশিক	০	০২
৬০০, ৮৫৩	৩৯	,,	০	০৯
২১১, ৫৪৬	৪০	,,	০	১০
৮২৫	৪১	,,	০	০৯
১৩৪	৪৩	,,	০	০২
১৩৪	৪৪	,,	০	০২

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.৪৮ একর

জমির নকসা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ, কেস নং ৪৯(বি)/১৯৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৬১**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০১-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা ঝালকাঠি সদর, মৌজা ১০৯ নং গরঙ্গল রাজাপাশা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
১৪৮৮, ২১৯৯	৪০৮৩	সম্পূর্ণ	০	৭০
১৪৪২, ১৪৪৪, ১৪৫৫, ১৪৫৯, ১৪৬৬	৪০৮৫	,,	০	১৬
১৪৬৬	৪০৮৬	,,	০	১২
১৪৫৯	৪০৮৭	,,	০	১৫
৮৭৪, ৮৮৮, ১১৯৭	৪০৮৮	,,	০	১৫
২১৯৭	৪০৮৯	,,	০	৩৩
২১৯৭	৪০৯০	আশিংক	০	৪৪

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ২.০৫ একর

জমির নকসা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

শাখা-১১
এল. এ. কেস নং ৩২(w)/১৯৭০-৭১
ঘোষণাপত্র
ফরম নং ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৭৪**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৭-১৯৭১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা সদর, মৌজা তুলাতলী, জে.এল নং ১২৪, সিট নং ২।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭	৬৬০	০.১৩
১৭	৬৬১	০.০২
১১০, ১১২	৬৬২	০.১৫
১১০, ১১২	৬৬৩	০.১০
১১০, ১১২	৬৮০	০.০৭
১১০, ১১২	৬৮১	০.০৭
১১০, ১১২	৬৮২	০.০৬
১৭	৬৮৫	০.১৭
১৭	৬৮৬	০.০৭
১৭	৬৮৭	০.০৫
১৭	৬৯০	০.০১
৩৮, ৫৯, ১৫২	৮৫০	০.০৭
১৬	৮৫২	০.১১
১৪	৮৫৩	০.০৭
১৪	৮৫৪	০.০৭
১৪	৮৫৫	০.০২
১৪	৮৫৬	০.০৬
১১১	৮৫৮	০.১৫
১৫৪	৮৫৯	০.১০

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৫৭	১০৪৭	০.০৭
৫৩	১০৫১	০.৩২
৯৩	১০৫৩	০.১০
১৩৩	১০৫৪	০.৩৫
৩৫	১০৬৩	০.০৭
৩৪	১০৬৪	০.১৭
৪	১০৬৫	০.১৯
৩	১০৭০	০.২৮
১১৭	১০৭৬	০.২৭
		মোট জমি ৩.৩৭ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেস নং ২৬(w)/১৯৭১-৭২
ঘোষণাপত্র
ফরম নং ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-২৭৫**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০৬-১৯৭২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা ডাকুয়া, জে.এল নং ৪৮, সিট নং ১।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৫	১৩১	০.১৮
১৫	১৩৭	০.১৬
		মোট জমি ০.৩৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেস নং ৪ (w)/১৯৭১-৭২
ঘোষণাপত্র
ফরম নং ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-২৭৬**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-১০-১৯৭১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা চরচাপলী, জে.এল নং ৩৬, সিট নং ২।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৩৪	১৭১	০.৪৫
৪৫	১৭২	০.৪৬
৩৯৬	১৭৩	০.৭২
১৪৩, ৩৩৩	১৭৪	১.২২
১৭৫	১৭৫	০.৫০
২১৯, ৩৭৩, ৩৫, ৩৬	২৮৫	১.৪০
		মোট জমি ৪.৭৫ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেস নং ৩০ (w)/১৯৭৫-৭৬
ঘোষণাপত্র
ফরম নং ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-২৭৭**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৮-০১-১৯৭৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা বাউফল, মৌজা ধাউরাভাঙ্গা, জে.এল নং ৯৮, সিট নং ০০।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১০৬ ও ১০৭	৪৬৩	০.১০
৪৯	৪৬৮	০.৩০
২৫	৫৬৯	০.২৫
৯৪	৬৭৮	০.১৯
		মোট জমি ০.৮৪ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেস নং ১১১ (w)/১৯৬৮-৬৯
ঘোষণাপত্র
ফরম নং ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-২৭৮**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৫-১৯৬৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা সাবেক আমতলী বর্তমানে কলাপাড়া, মৌজা চালিতাবুনিয়া, জে.এল নং ৭০, সিট নং ১।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২২২	২	০.৫৭
২২২	৪	০.৯০
২২২	৬	০.৮২
১১৮, ৩৭১, ৩৭৭	৭	০.৩৮
১১৮, ৩৭১, ৩৭৭	৯	০.৫৫
১১৮, ৩৭১, ৩৭৭	১৪	০.০২
১১৮, ৩৭১, ৩৭৭	১২৬	০.২০
১১৮, ৩৭১, ৩৭৭	১২৯	১.০৮
১১৮, ৩৭১, ৩৭৭	১৩০	০.৩৯
২২২	১২৫	০.০২
২২২	৫	০.০৮
		মোট জমি ৫.০১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেস নং ২৭ (w)/১৯৭১-৭২
ঘোষণাপত্র
ফরম নং ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৫.১৪-২৭৯**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-০৬-১৯৭২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা ডাকুয়া, জে.এল নং ৪৮, সিট নং ২।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৫০	৭৫৩	০.০৫
২৫০	৭৫৫	০.০৭
২৫০	৭৫৬	০.২০
		মোট জমি ০.৩২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেইস নং ৩৪/১৯৭৮-৭৯
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০১ অক্টোবর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৮.১৪-২৮৪**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০৬-১৯৭২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা সুনামগঞ্জ, উপজেলা সুনামগঞ্জ সদর, মৌজা তেঘরিয়া, জে.এল নং ১৪৪।

এস,এ খতিয়ান	এস,এ দাগ	শ্রেণী	পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪
৮৮৩	৯৮৯	আমন	০.৪৯
			মোট=০.৪৯ একর

জেলা সুনামগঞ্জ, উপজেলা সুনামগঞ্জ সদর, মৌজা উত্তর মল্লিকপুর, জে.এল নং ১৪৫।

এস,এ খতিয়ান	এস,এ দাগ	শ্রেণী	পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪
৮১	২২	আমন ডোবা ভিটি	০.২৯ ০.১০ ০.১২
			মোট=০.৫১ একর

উভয় মৌজায় সর্বমোট=(০.৪৯+০.৫১)=১.০০ একর মাত্র।

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল. এ. কেইস নং ৩৩/১৯৭৭-৭৮
ঘ ফরম
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ, ০১ অক্টোবর ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৫০.১৪-২৮৬**—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-৪-১৯৭৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃতসম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা সুনামগঞ্জ, উপজেলা সুনামগঞ্জ সদর, মৌজা উত্তর মল্লিকপুর, জে.এল নং ১৪৫।

এস,এ খতিয়ান	এস,এ দাগ	শ্রেণী	পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪
৫৯	২০	আমন	১.০৫
৫৮	২১	আমন	০.৫৫
৮১	২২	আমন	০.৫৫
			মোট=২.১৫ একর

অধিগৃহীত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ, কেস নং ৬৪/৮০-৮১
ঘ ফরম
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৫১.১৪-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৮-১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা দক্ষিণ বুড়িখালী, জে এল নং ৯৫, উপজেলা কালিয়া, জেলা নড়াইল।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৪৮	১	০.১৯
১৪৬	২	০.৩১
৫	১৬	০.৪১

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৪৮	১৭	০.১৬
১৪৮	১৮	০.০৫
১৪৮	১৯	০.৫০
৩৬	২০	০.২৯
৯৭, ৯৮	২১	০.১০
১০৫	২২	০.১৮
২৭	৩৭	০.১৭
২৫, ২৬	৩৮	০.২৭
১৩৪	৩৯	০.৪৮
১২২	৪০	০.৫৪
২৭	৪১	০.২৯
৭৬	৪২	০.৪০
৭৫, ৭৬	৪৩	০.৩৯
১৩৩	৪৪	০.২১
১৩৩	৪৫	০.২১
১৩১, ১৩২	৪৬	০.৩৮
১১৮	৪৭	০.০৩
১২১	৪৮	০.০৪
৫	৮৩	০.০৮
৫৮	৮৪	০.১১
৫৮	৮৫	০.১২
১৪৯	৮৬	০.৭৯
১৫২	৮৭	০.৬৮
১৩৩	৮৮	০.০৯
১৩৩	৮৯	০.০৮
১৩১, ১৩২	৯০	০.০৪
১১৫	৯২	০.০৯
১১৮	৯৩	০.০২
৯৪	৯৯	০.৮৬
		মোট=৮.৫৬ একর

জমির নক্সা নড়াইল কালেক্টরেটের এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ, কেস নং ৩৫/১৯৬৬-৬৭

ঘ ফরম

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩০ আশ্বিন ১৪২১/১৫ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৭৯.১৪-৩৬৪—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-৫-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা ঘোড়াশাল, জে এল নং ৪১৭, উপজেলা পলাশ, জেলা নরসিংদী।

সি এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৭২	০.৩৫

ইহা নরসিংদী জেলার পলাশ থানার ঘোড়াশাল পোস্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হল।

জমির নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী এ আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ১১/৭৬-৭৭

"ঘ" ফরম

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৩০ আশ্বিন ১৪২১/১৫ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৫১.১৪-৩৬৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৯-০৪-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা রামপুর, জে এল নং ১৭৫, উপজেলা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ।

এস এ দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৯৯৫ (অংশ)	০.১৪৫
৯৯৬ (অংশ)	০.১৮৫
	মোট=০.৩৩ একর

ইহা ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানা কৃষি উপ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হল।

জমির নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ এ আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ সচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৪ কার্তিক ১৪২১/১৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.১৪-২৫০—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	পশ্চিম আমিরাবাদ	৩৫	সদরপুর	ফরিদপুর
(২)	লস্করদিয়া	১৪৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৩)	জগন্নাথদী	৫৪	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৪)	মানিকনগর	১২৩	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৫)	শ্রীকৃষ্ণপুর	১২৫	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৬)	কুবিরদিয়া	২৩৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৭)	জয়পাশা	১২৯	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৮)	মোড়া	১৭২	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(৯)	ঠাকুরপুর	৮৩	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১০)	ময়ানদিয়া	১২৭	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১১)	পচামাগুড়া	১৬৯	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১২)	শাখার পাড়	৩৩	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৩)	চর মোস্তফাপুর	৪৫	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৪)	গন্ধবরদী	৪৩	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৫)	পাইকপাড়া	১১	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৬)	হোসেনপুর	২৭	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৭)	সাতপাড় ডুমুরিয়া	৬০	রাজৈর	মাদারীপুর
(১৮)	ভবানীপুর	১০৬	কালকিনি	মাদারীপুর
(১৯)	গদাধরদী	৯৩	কালকিনি	মাদারীপুর
(২০)	ফুলবাড়ী গজারিয়া	৯৫	কালকিনি	মাদারীপুর
(২১)	শিরুয়াইল	৩৫	শিবচর	মাদারীপুর
(২২)	ছোট চৌধুরীর বিল	৭৩	শিবচর	মাদারীপুর
(২৩)	শৌলপাড়া	২৪	শরীয়তপুর সদর	শরীয়তপুর
(২৪)	ডাকেরচর	২	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(২৫)	রাহাপাড়া	৯২	নড়িয়া	শরীয়তপুর
(২৬)	মহিষার	২৩	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৭)	সূর্যমনি	৩৮	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৮)	দিগর মহিষখালী	৫১	ভেদরগঞ্জ	শরীয়তপুর
(২৯)	বাজে ফুকরা	৯৭	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩০)	কলসী	৯৫	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
(৩১)	নিলফা	১১	টুংগীপাড়া	গোপালগঞ্জ
(৩২)	চন্ডিপুর	৩১৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৩)	স্বর্নগাড়া	২০৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৪)	বড় বাংলাট	২৫৯	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৫)	আখরজানি	২৩৯	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৬)	মদাপুর	৩৩৮	পাংশা	রাজবাড়ী
(৩৭)	কোমরপুর	৩২৮	পাংশা	রাজবাড়ী

তারিখ, ৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৪.২০১৪-২৫৩—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	হালিমপুর ২য় খণ্ড	৪০	বালাগঞ্জ	সিলোট
(২)	ইছাপুর	৪৮	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৩)	শস্করপাশা	৬৫	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৪)	জিয়াফক	৭৭	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৫)	সাদকপুর	১২৮	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৬)	বিত্তনীয়া	১৪০	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৭)	গোরাপুর	১৪১	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৮)	রিফাতপুর	১৪৩	বালাগঞ্জ	সিলোট
(৯)	কাদিপুর	১৫২	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১০)	আজিজপুর	১৫৯	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১১)	বাশিয়া	১৬২	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১২)	সিরাজপুর	১৯৬	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১৩)	আনোয়ারপুর	১৯৭	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১৪)	টেকা মুদ্দা	২২৪	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১৫)	মৈসাসী	২২৬	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১৬)	গৌরীপুর দক্ষিণ	২৩২	বালাগঞ্জ	সিলোট
(১৭)	নিজ ঝিঙ্গাবাড়ী	১১০	কানাইঘাট	সিলোট
(১৮)	উপর ঝিঙ্গাবাড়ী	১১১	কানাইঘাট	সিলোট
(১৯)	রাজপুর	১১৫	কানাইঘাট	সিলোট
(২০)	হালাবাদী ৪র্থ খণ্ড	১৩৪	কানাইঘাট	সিলোট
(২১)	ধর্ম্মপুর	১৫০	কানাইঘাট	সিলোট
(২২)	হিম্মতের মাটী	২১৫	কানাইঘাট	সিলোট
(২৩)	মুনরপার	২৭	কোম্পানীগঞ্জ	সিলোট
(২৪)	কুড়া কুড়ির পার	৩৯	কোম্পানীগঞ্জ	সিলোট
(২৫)	পুর্ণা ছগাম হাওর	৪২	কোম্পানীগঞ্জ	সিলোট
(২৬)	খঞ্জনপুর	১২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৭)	কেশবপুরচর	১৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৮)	মুজাফফরাবাদ	২২	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(২৯)	শদাশিবপুর	২৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩০)	হাওর পূর্ব সেওয়াইজুরী	৩৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩১)	কান্দিগাও	৪৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩২)	আখাইলকুড়া	৪৭	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৩)	রসুলপুর	৬৯	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৪)	বিরাহিমাবাদ	৭০	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৫)	নবিনগর	৭১	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৬)	বারহাল	৮৫	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৭)	সাবিয়া	৮৯	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৮)	বিরবালী	১৪৩	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৩৯)	শ্রীমঙ্গলচক	১৬৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪০)	কমলাকলস	১৬৬	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৪১)	শ্রীমঙ্গল	১৬৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪২)	আজমিরু	১৭৩	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪৩)	গুমরা	১৭৪	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪৪)	ভুজবল	১৭৮	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪৫)	কালিয়ারগাও	১৮১	মৌলভীবাজার সদর	মৌলভীবাজার
(৪৬)	বরুনা	৪৭	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৭)	বালিশিয়া পাহাড় ব্লক-২	৭২	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৮)	চলিতাছড়া	১১০	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
(৪৯)	খাগটেকা	১৪	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫০)	কালনীগড়	১৫	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫১)	উত্তর ভবানীপুর	২২	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫২)	হরিরামপুর	২৩	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৩)	আমতৈল	২৫	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৪)	সোনারূপা টি এস্টেট	৩২	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৫)	পূর্ব দূর্গাপুর	৩৪	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৬)	জামকান্দি	৩৫	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৭)	বিনোদপুর	৪৫	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৮)	গোবিন্দপুর	৪৬	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৫৯)	উত্তর কালাছড়া	৪৭	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৬০)	পূর্ব গোয়ালবাড়ী	৪৯	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৬১)	বড়ঝালাই	৫১	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৬২)	বনগাঁও	৫৬	জুড়ী	মৌলভীবাজার
(৬৩)	পূর্ব খাটওয়ার	৭২	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৬৪)	রাজকাপন	১২৬	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৬৫)	উত্তর আনোয়ারপুর	১২৮	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৬৬)	মধ্য দৌলতপুর	১৪০	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৬৭)	দামোদরপুর	১৯৬	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৬৮)	ভবানীপুর	২১০	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৬৯)	কোছপুর	২৩২	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৭০)	আহমদপুর	২৩৮	বানিয়াচং	হবিগঞ্জ
(৭১)	মদনা ধলেশ্বরী নদীর মধ্যচর	৫	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭২)	ভড়গাও	১০	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৩)	গুয়াখড়া	১৩	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৪)	যাদবপুর	২৭	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৫)	ছায়িতার কান্দি	৩০	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৬)	গোপালপুর	৩২	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৭)	নিদনপুর	৩৩	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৮)	বালাকান্দি	৩৪	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৭৯)	নদীর উত্তরপাড়	৩৫	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮০)	বাগাইয়ার	৩৬	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮১)	স্বজনগাও চক	৪৬	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮২)	ইসলামপুর	৪৮	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮৩)	জরিপপুর	৫১	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮৪)	সন্তোষপুর	৫৩	লাখাই	হবিগঞ্জ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৮৫)	সাবদালীপুর	৫৪	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮৬)	গদাইনগর	৫৫	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮৭)	কাশিমপুর	৬৪	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮৮)	ফুলবাড়ীয়া	৬৫	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৮৯)	মুড়িয়াউক	৬৭	লাখাই	হবিগঞ্জ
(৯০)	বেড়ীগাও	৫৮	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯১)	গুজাখাইর	৮১	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯২)	সরিষপুর	৮২	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৩)	আদিত্যপুর	৮৭	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৪)	মঙ্গলাপুর	১১৩	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৫)	বাটা	১১৪	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৬)	রুদ্রপুর	১১৭	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৭)	মুকিমপুর	১১৮	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৮)	জহুরপুর	১৪১	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(৯৯)	কালাভরপুর	১৪৯	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১০০)	বড়নাজির	১৭৪	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১০১)	খড়িয়া	১৭৫	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ
(১০২)	রানীগাঁও	১৭৭	নবীগঞ্জ	হবিগঞ্জ

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০০৭.১২-২৫৪—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	দক্ষিণ ঢুলিপাড়া	৩৩২	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(২)	মহিষ বন্দ	৩৯৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৩)	যশপুর	৩৪৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৪)	পূর্ব্ব শোভারামপুর	৩৪৬	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৫)	খেয়াইস	৩৬৮	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৬)	মান্দারিয়া	৩৫৮	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা
(৭)	বল্লার চর	১১৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(৮)	সাতবাড়ীয়া	১৬২	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(৯)	তারাসাইর	২৩৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১০)	হাটবাড়ীয়া	২৭১	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১১)	নারায়ণপুর	২৭৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১২)	রামচন্দ্রপুর	৬৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৩)	সালুকিয়া	১২৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৪)	আসকালিয়া	৩৮৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৫)	পূর্বডাকরা	৩৯৬	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
(১৬)	বেলাসর	১১৫	চান্দিনা	কুমিল্লা
(১৭)	হারঙ্গ	১১৪	চান্দিনা	কুমিল্লা
(১৮)	নাউতলা	৩২	চান্দিনা	কুমিল্লা
(১৯)	উত্তর লতিফপুর	১২৩	চান্দিনা	কুমিল্লা
(২০)	উত্তর রাজাপুর	১৯	বরুড়া	কুমিল্লা
(২১)	পয়ালগাছা	২০০	বরুড়া	কুমিল্লা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে.এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(২২)	শ্রীপুর	৮৩	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৩)	রানাইতলা	৮১	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৪)	তারাপুখুরিয়া	১০৩	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৫)	চোওরী	১২০	বরুড়া	কুমিল্লা
(২৬)	মান্দুরী	৩৫৪	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৭)	কৃষ্ণপুর	১১	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৮)	তপাইয়া	৩১৯	লাকসাম	কুমিল্লা
(২৯)	আদমপুর	১০৭	লাকসাম	কুমিল্লা
(৩০)	শোল পুকুরিয়া	৩১৬	লাকসাম	কুমিল্লা
(৩১)	সোয়ারী	৩৪৮	লাকসাম	কুমিল্লা
(৩২)	লাচরা	৪২৪	লাকসাম	কুমিল্লা
(৩৩)	বরৈয়া	৫৫	লাকসাম	কুমিল্লা
(৩৪)	গোহাট	১৪৩	কচুয়া	চাঁদপুর
(৩৫)	পরানপুর	১২৬	কচুয়া	চাঁদপুর
(৩৬)	কলথুরী	১২৯	কচুয়া	চাঁদপুর
(৩৭)	নুরপুর	১৪৯	কচুয়া	চাঁদপুর
(৩৮)	গোরাইরকান্দী	৯৮	মতলব	চাঁদপুর
(৩৯)	উত্তর বোর চর	৭৮	মতলব	চাঁদপুর
(৪০)	নান্দেরকান্দী	৯৭	মতলব	চাঁদপুর
(৪১)	ফটিকখিরা	৮৩	শাহরাস্তি	চাঁদপুর
(৪২)	পাথৈর	১০০	শাহরাস্তি	চাঁদপুর
(৪৩)	নোয়াপাড়া	১৩৮	শাহরাস্তি	চাঁদপুর
(৪৪)	হাসা	১০৫	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৫)	চরচন্না	১২২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৬)	নলডুগী	১১৭	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৭)	ঘড়িহানা	৪৯	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৮)	নয়াপাড়া	১৫২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৪৯)	লামচর	১১২	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫০)	ডোমারিয়া	৮৬	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫১)	দত্রা	১৫৭	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫২)	গুয়াটোবা	৭৯	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৩)	ভুলাচো	৬৬	ফরিদগঞ্জ	চাঁদপুর
(৫৪)	চর কোড়ালিয়া	৩৫	হাইমচর	চাঁদপুর
(৫৫)	বাদে আউরাইল	০৯	সরাইল	চাঁদপুর
(৫৬)	সাহবাজপুর	৭৯	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৭)	শশই	১৬৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৮)	হাজিপুর	১৮৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৫৯)	এক্তারপুর	১৭৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬০)	বিলশালদহ	১২৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬১)	ভাটামাথা	১৬	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬২)	চরনারায়নপুর	২৩	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬৩)	খোলাপাড়া	৭০	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(৬৪)	কালিকাপুর	৮৪	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৮.১২.০০৪.১৪-৩৭৭—ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে জারীকৃত এসআরও নং ৮৩-আইন/২০১৪, তারিখ ২২ মে ২০১৪ মোতাবেক সংশোধিত Protection and Conservation of Fish Act 1950 (E.B. Act No. XVIII of 1950) এর Rule 13(1) (b) অনুযায়ী এ বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ০৫-১৫ অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১১ দিন (২০ আশ্বিন হতে ৩০ আশ্বিন ১৪২১ বঙ্গাব্দ) সময়কালে সারদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ অথবা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ এম সাইফুল হাসান
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪/ ১০ আশ্বিন ১৪২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১০.১৩-১৫৭—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নূরুল আলম (পরিচিতি নম্বর ৫০০৪৮২), সড়ক উপ বিভাগ, পঞ্চগড় যখন রামগর সড়ক উপ বিভাগ, খাগড়াছড়ি-তে কর্মরত ছিলেন তখন রামগড়-জালিয়াপাড়া সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বাঁধ মেরামত ও পেভমেন্ট পুনর্নির্মাণ (সসার ড্রেনসহ) কাজ সম্পাদন না করে ফেলে রাখেন; এবং

যেহেতু, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সড়ক জোন এর গত ০৫-০৯-২০১৩ তারিখের গোপনীয় পত্র হতে দেখা যায় যে, আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ অমান্য করেন, দায়িত্বে অবহেলা করেন ও সওজ অধিদপ্তর এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কার্যকলাপে জড়িত আছেন; এবং

যেহেতু, একই পত্র হতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মালামাল আত্মসাৎ ও বিভিন্ন অপ্রীতিকর কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং আপনাকে সতর্ক করা সত্ত্বেও আপনার আচরণের কোন পরিবর্তন হয়নি; এবং

যেহেতু, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম-০১ গত ০৪-০৫ অক্টোবর ২০১৩ সময়ে খাগড়াছড়ি পরিদর্শন করে পরিদর্শন মন্তব্যে উল্লেখ করেন অনুচ্ছেদ-১ তে বর্ণিত মেরামত কাজে আপনি তৎপর নন, আপনার কাজে টিমওয়ার্ক নেই, কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিত থাকেন ও কর্তব্যে অবহেলা করেন; এবং

যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) অনুযায়ী অসদাচরণ এবং একই বিধিমালার ৩(ডি) অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণ; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য আপনাকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণ এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে দফাওয়ারী লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি না অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ২৯-০৪-২০১৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ০১-০৬-২০১৪ তারিখে আপনার শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনার লিখিত জবাব, শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব দীপঙ্কর মন্ডল-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনীত ৪টি অভিযোগের মধ্যে ২টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, আপনার লিখিত জবাব, শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ নূরুল আলম (পরিচিতি নম্বর ৫০০৪৮২), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সড়ক উপ বিভাগ, পঞ্চগড় (প্রাক্তন উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, রামগর সড়ক উপ বিভাগ, খাগড়াছড়ি) কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২ অক্টোবর ২০১৪/ ১৭ আশ্বিন ১৪২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৫.১৪-১৬৫—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (পরিচিতি নম্বর ০০৫১৮৯), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ) কে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৮-০৩-২০১৪ তারিখ সড়ক বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা তে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে বদলী করা হয়। আপনি ২৪-০৩-২০১৪ তারিখ সড়ক বিভাগ, চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করেন; এবং

যেহেতু, আপনি যোগদানের পরের দিন অর্থাৎ ২৫-০৩-২০১৪ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; এবং

যেহেতু, আপনার এ অননুমোদিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ২(ডি) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ডিজারশন; এবং

যেহেতু, আপনার এ অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৩(সি) অনুযায়ী ডিজারশন এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত

(Dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি না অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি গত ১৩-০৭-২০১৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে আপনার শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

সেহেতু, আপনার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনি অসুস্থ এবং তদপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের আবেদন করেছেন। আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) তে বর্ণিত ডিজারশন এর অভিযোগে কার্যক্রম চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই; এবং

এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (পরিচিতি নম্বর ০০৫১৮৯), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দায়েরী বিভাগীয় মামলা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(এ) অনুযায়ী প্রত্যাহার করে নেয়া হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

ডিএফডিপি-শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৯.০৭.০৬২.১৩-৪৮৩—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ওপেক ফাণ্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং আবুধাবি ফাণ্ড ফর ডেভেলপমেন্ট এর আর্থিক সহায়তায় সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর আওতায় গাজীপুর এবং টাঙ্গাইল জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির রাইট অব ওয়েতে বিদ্যমান জমি, অবকাঠামো, গাছপালা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচলিত আইনের এবং উন্নয়ন সহযোগী এডিবি এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী রিসেটেলমেন্ট প্লান বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রত্যাশী সংস্থা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ৪(চার) টি কমিটি গঠন করা হলঃ

১। **Property Assessment and Valuation Committee (PAVC):**

(ক)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নির্বাহী প্রকৌশলী সমপর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প কর্তৃক মনোনীত)	- আহ্বায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর মনোনীত প্রতিনিধি	- সদস্য
(গ)	সওজ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থা (সিসিডিবি) এর এরিয়া ম্যানেজার	- সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি ঃ

(ক) বেসরকারী সংস্থা (সিসিডিবি) কর্তৃক সরেজমিনে জরীপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমান যাচাইপূর্বক সমন্বয়করণ, যৌথ জরিপ ফরম পূরণ ও স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ;

(খ) প্রকল্পাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব সড়ক (রাইট অব ওয়েতে) ও সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারীদের সনাক্তকরণ এবং ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরম স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও সনাক্ত সাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশ- করণ;

(গ) Resettlement Plan এর ক্ষতিপূরণ নীতিমালার আলোকে অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, অবকাঠামো ও গাছপালার Replacement Value সহ অতিরিক্ত নগদ মঞ্জুরী ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাজার মূল্য প্রদানকল্পে মূল্য জরিপ পরিচালনা করে ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও অন্যান্য সম্পদের বর্তমান মূল্য নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

(ঘ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য জরিপ পরিচালনা করে বাজার দর অনুযায়ী বর্তমান মূল্য নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় সনাক্ত স্বাক্ষরকরণ; এবং

(ঙ) সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প এর সময়সীমা অনুসরণে উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/প্রতিবেদন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ।

২। **Grievance Redress Committee (GRC):**

২.১। Community Level GRC (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা)

(ক)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	- আহ্বায়ক
(খ)	উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	- সদস্য
(গ)	সওজ অধিদপ্তরকে রিসেটেলমেন্ট প্লান বাস্তবায়নে সহায়তাকারী বেসরকারী সংস্থা (সিসিডিবি) এর প্রধিনিধি	- সদস্য-সচিব
(ঘ)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত নালিশ লিপিবদ্ধ করবেন) অথবা তৎনিযুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার সদস্য/কমিশনার	- সদস্য
(ঙ)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি (যদি মহিলা নালিশকারী হয়, সেক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধি)	- সদস্য

কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সুবিধাদি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের নালিশ এবং শুনানি গ্রহণ;

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ যদি ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ এর সালিশ (Arbitration) পদ্ধতি অথবা প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত কোন বিষয় সংক্রান্ত হয় তবে এই কমিটি উক্ত নালিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দেবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে রিসেটেলমেন্ট প্লান এর নীতিমালার আলোকে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কমিটি সুপারিশমালা তৈরি করবে;

(গ) ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নালিশ কার্য এ কমিটি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সুপারিশমালা তৈরি করবে; এবং

(ঘ) কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প এর নিকট পেশ করবে।

নালিশ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার পদ্ধতিঃ

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রকল্পের পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে অথবা প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করার ১(এক) মাসের মধ্যে লিখিতভাবে আহ্বায়কের কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন ;

(খ) এ কমিটি নালিশ প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজের রেকর্ড সভার কার্য বিবরণী সংরক্ষণ করবেন ;

(গ) আহ্বায়কের কার্যালয়ে এই কমিটির যাবতীয় কাজ অনুষ্ঠিত হবে ;

(ঘ) কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি অবশ্যই উল্লেখ করবে; এবং

(ঙ) কমিটির নালিশ প্রতিকার সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী এবং এই সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার স্থানীয়ভাবে ফোকাস গ্রুপ সভায় এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিলির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

২.২। **Project Level (PIU) GRC**

(ক)	প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	আহ্বায়ক
(খ)	প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা (অতি: প্রকল্প পরিচালক), সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প, সওজ	-	সদস্য
(গ)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	সদস্য

কার্যপরিধি ঃ

(ক) Community Level GRC এর সুপারিশের উপর অসন্তুষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণের আবেদন বা নালিশ পুন:বিবেচনার জন্য গ্রহণ এবং শুনানি করণ; এবং

(খ) Community Level GRC এর সুপারিশসমূহ এবং পুন: আবেদন যাচাই ও পর্যালোচনান্তে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, এর নিকট পেশকরণ।

২.৩। **সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর** Level 1 GRC:

(ক)	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সমপর্যায়ের কর্মকর্তা	-	আহ্বায়ক
(খ)	পরিবেশ ও পুনর্বাসন সার্কেলের প্রধান, সওজ	-	সদস্য

কার্যপরিধি ঃ

(ক) Project Level (PIU) GRC এর সুপারিশসমূহের উপর সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণের আবেদন বা নালিশ অধিকতর বিবেচনার জন্য গ্রহণ ও শুনানিকরণ; এবং

(খ) Project Level (PIU) GRC এর সুপারিশসমূহ এবং পুন: আবেদনসমূহ যাচাই ও পর্যালোচনান্তে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পেশকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ (শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৭ ভাদ্র ১৪২১/১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.০২৭.০৯৮.১২.১৮৫২—যেহেতু, জনাব শাহ আলম তালুকদার, এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার (পশ্চিম), প্রাক্তন এ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (ক্লেইম) (এসিসিএম/সি)/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী হিসাবে কর্মরত অবস্থায় রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলে ৭১টি পোর্টার পদে নব-নিয়োগ সংক্রান্ত গঠিত নির্বাচনী কমিটিতে জিএম/পশ্চিমের দপ্তরাদেশ নং-এসট/৬০১/৫(নিয়োগ)/০৬(ডব্লিউ) তারিখ ২০-০৯-২০০৬ মোতাবেক আহ্বায়ক এর দায়িত্ব পালন করা কালীন তার বিরুদ্ধে কোটা প্রাপ্যতা, কোটা বন্টনে গরমিল এবং চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকায় আংশিক কাটা- ছেড়া এবং মহামান্য আদালতের ফলাফল প্রকাশ ও নিয়োগ প্রদানের আদেশ কার্যকর না করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ২২-৭-২০১২ তারিখে ১৮৫২ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২-৯-২০০১২ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং ২৩-৯-২০১২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৪। যেহেতু, জনাব শাহ আলম তালুকদার, এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার (চ:দা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিম), প্রাক্তন এ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (ক্লেইম) (এসিসিএম/সি)/ পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে রাজশাহী কে গত ৭-১১-২০১৩ তারিখে ৭১১ নং স্মারকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২০-১১-২০১৩ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন;

৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্তের লিখিত জবাব পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক জনাব শাহ আলম তালুকদারকে বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower Stage in the Scale) এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৬। সেহেতু, জনাব শাহ আলম তালুকদার, এরিয়া অপারেটিং ম্যানেজার (পশ্চিম), প্রাক্তন এ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (ক্লেইম) (এসিসিএম/সি)/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ই) বিধি অনুযায়ী তার বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ (Reduction to a lower Stage in the Scale) এর আদেশ প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৬ ভাদ্র ১৪২১/১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০০৩.১৩-২৮৩—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী কে প্রাক্তন প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পূর্বাঞ্চল হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা/২০০৬ এর ৫.১.১২ এবং ৫.১.১৩ বিধির আওতায় স্টেশন ভবন, স্টেশন প্লাটফরমে ক্যান্টিন/চায়ের দোকান এবং স্টেশনের পার্শ্বের খোলা জায়গা বরাদ্দের জন্য প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে মহাব্যাবস্থাপকের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদানের বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত নীতিমালা অনুসরণ না করে এককভাবে বিধি বহির্ভূতভাবে জনাব আমির হোসেন, শাহ আমানত এন্টারপ্রাইজ, ডি.টি. রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম কে পাহাড়তলী স্টেশন এলাকায় ১৯,৯৬৫ বর্গফুট ভূমি লাইসেন্স প্রদান করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫-৫-২০১৩ তারিখে ২৮৩ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৬-৫-২০১৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং ১১-৭-২০১৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, সিএসটিই/ টেলিকম, বাংলাদেশ রেলওয়ে কে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নীতিমালা লংঘন করে রেলওয়ের খালি জায়গার লাইসেন্স প্রদান করায় 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গত ১৭-১২-২০১৩ তারিখে ২২ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি অনুসারে কেন তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড (চাকরি হতে বরখাস্ত) আরোপ করা হবে না তার লিখিত জবাব নোটিশ প্রদানের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য ২য় কারণ দর্শানো প্রদান করা হলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৬-১২-২০১৩ তারিখে জবাব প্রদান করেন।

৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন ও কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারির পরবর্তী ১(এক) টি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Annual Increment) স্থগিত করার লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী, প্রাক্তন প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পূর্বাঞ্চল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এ আদেশ জারির পরবর্তী ১(এক) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ আশ্বিন ১৪২১/১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৬৮.১৩-১৫৯—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব ইলোরা শারমিন রহমান (১৮২৭১), প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সরকারি সফর আলী কলেজ, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ গত ১৮-৩-২০১৩ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন, সেহেতু গত ১৪-৮-২০১৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে তিনি জানান যে, দাম্পত্য কলহের কারণে গত ১৮-৩-২০১৩ তারিখ হতে ২-৪-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ১ বছর ১৪ দিন তিনি নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। তাছাড়া বর্ণিত সময়ের মধ্যেই তিনি একটি সন্তানের জন্ম দেন এবং প্রসূতিকালে তিনি দীর্ঘ দিন শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তার স্বামী তাকে চাকুরি করতে দেবেন না। এ পর্যায়ে তিনি স্বামী সংসার ছেড়ে চাকুরি করার মানসিকতা নিয়ে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। তিনি তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহিত দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরিসহ ভবিষ্যতের জন্য "সর্তক" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব ইলোরা শারমিন রহমান এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাকে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল ১ বছর ১৪ দিন হতে (মাতৃত্বকালীন ৬ মাস + অর্জিত ছুটি ৩ মাস)=৯ মাস কর্তন করে বাকি ৩ মাস ১৪ দিনের জন্য বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরিসহ ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ শ্রাবণ ১৪২১/৪ আগস্ট ২০১৪

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১২৬/২০০৮/৪৭০—যেহেতু, জনাব গকুল চন্দ্র দেবনাথ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বালাগঞ্জ, সিলেট (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) এবং ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে ৩০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১২৬/২০০৮/২৫২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানি, আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি এবং বিভাগীয় মামলার প্রসিডিংস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একই ঘটনায় অভিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী অব্যাহিত পেয়েছেন। উক্ত ভবন নির্মাণে শিক্ষা কমিটির অনুমোদন ছিল এবং তিনি তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জামালপুর) কে অবহিত করেছেন।

সেহেতু, জনাব গকুল চন্দ্র দেবনাথ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বালাগঞ্জ, সিলেট (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর) কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

তারিখ, ১৪ আশ্বিন ১৪২১/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১২/২০১৪/৫৪২—যেহেতু, বেগম শামসুন্নাহার, প্রোগ্রাম অফিসার, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। শুনানিকালে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

সেহেতু, বেগম শামসুন্নাহার, প্রোগ্রাম অফিসার, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) কে তার নিয়োগ আদেশ (২৩-০১-২০০৬ তারিখের ৪৪০নং স্মারক) এর (২) ও (৩) নং শর্তানুযায়ী তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হল। প্রকল্প শেষে তিনি কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল এবং আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ আশ্বিন ১৪২১/১ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৫.৩২.২০১২-৪২২—জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংগীতের প্রণীত ও প্রকাশিতব্য স্বরলিপি প্রমাণীকরণ এবং শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে 'নজরুল সংগীত স্বরলিপি প্রমাণীকরণ পরিষদ' পুনর্গঠন করলঃ

(১) জনাব সুধীন দাশ	সভাপতি
(২) বেগম ফেরদৌসী রহমান	সদস্য
(৩) জনাব এস. এম. আহসান মুর্শেদ	সদস্য
(৪) জনাব খালিদ হোসেন	সদস্য
(৫) বেগম সেলিনা হোসেন	সদস্য
(৬) জনাব ইদ্‌রিস আলী	সদস্য
(৭) নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট	সদস্য-সচিব

২। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ পরিষদের মেয়াদকাল বহাল থাকবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপসচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১ কার্তিক ১৪২১/১৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০৬০.১৪-৩৭৮—যেহেতু, জনাব এস. এম. আনোয়ারুল করিম, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (সাময়িক বরখাস্ত), কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টংগী, গাজীপুর (সংযুক্তিতে সমাজসেবা অধিদফতর, সদর কার্যালয়, ঢাকা) এ কর্মরত অবস্থায় ১১-২-২০১৪ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আনুমানিক ১২.০০ ঘটিকায় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টংগী, গাজীপুর এর ২০ জন নিবাসী নিজেদের শরীর টিউব লাইটের ভাঙ্গা কাঁচ দিয়ে কেটে জখম করার ঘটনা তার দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১(১) মোতাবেক গত ১৩-২-২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০৬০.১৪-২৯৭ স্মারক যোগে সাময়িক বরখাস্ত এবং একই বিধির ৩(বি) মোতাবেক গত ৬-৪-২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০৪.০৬০.১৪-৩১২ স্মারক যোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৩/১৪) দায়ের করা হয়।

যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করেন। শুনানিঅন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত হয় এবং জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (উপসচিব), শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্টেশন রোড, টংগী, গাজীপুরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত দেয়া;

সেহেতু, জনাব এস. এম. আনোয়ারুল করিম, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (সাময়িক বরখাস্ত), কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টংগী, গাজীপুর (সংযুক্তিতে সমাজসেবা অধিদফতর, সদর কার্যালয়, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তার 'তদন্ত প্রতিবেদন' পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তার 'সাময়িক বরখাস্ত' আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাছিমা বেগম এনডিসি
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

আদেশ

তারিখ, ১২ ভাদ্র ১৪২১/ ২৭ আগস্ট ২০১৪

নং ৩৬.০৬৫.০১৫.০০.০০.১০৫.২০১৪-২০২—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির ও গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত নিম্নবর্ণিত ৩(তিন) ক্যাটাগরির ৯(নয়) টি অস্থায়ী পদ ১-৬-২০১৪ হতে ৩১-৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ জারি করছিঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী)
১	২	৩	৪
(১)	মার্কেটিং অফিসার	১(এক) টি	১১০০০-২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড)
(২)	ডিজাইনার	১(এক) টি	১১০০০-২০৩৭০/- (৯ম গ্রেড)
(৩)	স্টোর কিপার কাম হিসাব সহকারী	৭(সাত) টি	৫২০০-১১২৩৫/- (১৪তম গ্রেড)
(৪)	মোট=০৩ (তিন) ক্যাটাগরির	৯(নয়) টি	

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৩-৩৩৩—সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার জিডি নং ৫৪৮, তারিখ ১৫-৮-২০১৪ অনুযায়ী আসামী মাওলানা আঃ বারী (৫২) পিতা মৃত হাজী সোহরাব, সাং হাওয়ালভাঙ্গী, হালসাং বাদঘাটা, থানা শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা গং বিভিন্ন সময়ে বাদঘাটা সাকিনের বাড়িতে এবং শ্যামনগর উপজেলা চেয়ারম্যান এর অফিসে বসে একাধিকবার গোপন বৈঠক করতঃ সরকারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার উৎখাতের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী রাষ্ট্রীয়ভাবে যাতে পালন না হয় তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৯তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে শ্যামনগর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক গত ১২-৮-২০১৪ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় অনুপস্থিত থাকেন এবং উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে অনেককে নিরুৎসাহিত করে সভা ভন্ডুলের চেষ্টা করেন। আসামিরা উক্ত কর্মকান্ড দ্বারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন যা দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১২০খ ও ধারা ১২৪ক অনুযায়ী অপরাধ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত আসামিগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ধারা ১২০খ এবং ধারা ১২৪ক তে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, শ্যামনগর থানা, জেলা সাতক্ষীরাকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর যথাক্রমে ধারা ১৯৬এ ও ১৯৬ এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৩-৩৩৪—জয়পুরহাট জেলার সদর থানার মামলা নং ৩৩, তারিখ ১৫-৭-২০১৩, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২)(সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৬(২)/১০/১২ মামলাটিতে আসামি মাওলানা মোঃ মামুন (৪২), পিতা মোঃ মহাতাব, সাং উড়ি, থানা জয়পুরহাট সদর, জেলা জয়পুরহাট গংদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার উচ্ছেদ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল ও পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের গুপ্ত হত্যা এবং মিছিল মিটিং এর মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো ও দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ড সংঘটন করে। অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ এর উপধারা (২) এর অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৭.২০১২-৭৭৩—যেহেতু, ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী (৩৭৪২৭), অধ্যাপক (চঃদাঃ), রেডিওথেরাপি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরিচালক (চঃদাঃ), জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি' এর দায়ে ৬-২-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৭.২০১২-১২৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৫-৮-২০১৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, ক্যান্সার হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য তিনি কোন তথ্য গোপন করেননি এবং মিথ্যা বলেননি। প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্ব-স্ব বিভাগের চাহিদা মোতাবেক চাহিদাপত্র পেশ করেন। রেডিয়েশন অনকোলজী বিভাগের প্রধানের চাহিদা ও সুপারিশ মোতাবেক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী এ মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান যে, Linear Accelerator ক্রয়ের সময় কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয়নি। উপরন্তু উক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ফলে হাসপাতালটির স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে বহু রোগী সেখানে স্বাস্থ্য সেবা নিচ্ছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী (৩৭৪২৭), অধ্যাপক (চঃদাঃ), রেডিওথেরাপি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা এবং গত ১-১-২০১৪ তারিখ হতে তিনি পিআরএল-এ গমন করায় বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল।

এম.এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০২.২০১৩-৭৬৯—যেহেতু, ডাঃ হালিমা খাতুন (১১২৪৫০), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বদলগাছী, নওগাঁ (প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তানোর, রাজশাহী) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১১-৮-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০২.২০১৩-৬২৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৪-৯-২০১৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, বদলি আদেশ তার নিকট যথাসময়ে হস্তগত না হওয়ায় তিনি সময়মত যোগদান করতে পারেননি। তিনি ২৯-৯-২০১৩ তারিখে বদলি আদেশ পেয়ে ৩০-৯-২০১৩ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সদর হাসপাতালে যোগদান করেন। এ ব্যাপারে তার কোন অবহেলা ছিল না;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ হালিমা খাতুন (১১২৪৫০), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বদলগাছী, নওগাঁ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল।

তারিখ, ৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬২.২০১৪-৭৮২—যেহেতু, ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান খান (১০৯৮৪৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত-জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে 'অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ৮-৭-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬২.২০১৪-৫৩৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৩-৯-২০১৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, তিনি থোরাসিক সার্জারী এ্যানেসথেসিয়া প্রদানে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বক্ষব্যাধি হাসপাতালে এ্যানেসথেসিওলজিস্ট এর সংকট থাকায় পরিচালক কর্তৃক তাকে বদলিকৃত পদে যোগদানের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান না করে নিয়মিতভাবে পূর্বের ন্যায় কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ প্রদান করায় তিনি এ্যানেসথেসিয়া পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার সংযুক্তি বহাল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক, জাববইহা, ঢাকা মন্ত্রণালয়ে কয়েকবার পত্র প্রেরণ করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান খান (১০৯৮৪৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত-জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৫.২০১৪-৭৮৩—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া (১১০৩৪৯), সহকারী অধ্যাপক (সাইক্রিয়াট্রি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত-পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে 'অসদাচরণ এর দায়ে ১৩-৮-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০. ০২৭.০১.০০.০৮৫.২০১৪-৬৩০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৩-৯-২০১৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির সময় তিনি জানান যে, গত ৩০-১০-২০১০ তারিখে তিনি পাবনা মেডিকেল কলেজে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। পরিচালক, মানসিক হাসপাতাল, পাবনার অনুরোধে চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে অধ্যক্ষ এর অনুরোধে মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শেষে মানসিক হাসপাতাল, পাবনায় কনসালটেন্ট এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি উল্লিখিত দিনগুলোতে পাবনা মেডিকেল কলেজে উপস্থিত ছিলেন এবং মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মস্থলে উপস্থিতির বিষয়ে তিনি অধ্যক্ষ, পাবনা মেডিকেল কলেজ এর প্রত্যয়নপত্র উপস্থাপন করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের মিয়া (১১০৩৪৯), সহকারী অধ্যাপক (সাইক্রিয়াট্রি), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্তকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৪৩.০১৯.০৬.০০.০০১.২০১৪-৫৫৭—জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ও সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অপরারেশনাল প্লানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার পদসমূহে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ও স্বাস্থ্য সার্ভিস হতে উপযুক্ত কর্মকর্তা পদায়নের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজারঃ

১.১। বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ও স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নিয়োগ করা হবে।

১.২। লাইন ডাইরেক্টর এর অধীনে সহকারী পরিচালক পদে কোন কর্মকর্তা পদায়ন থাকলে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার পদায়নের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১.৩। ডেপুটি সিভিল সার্জন/উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অথবা সমমানের পদে ০৮(আট) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১.৪। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১.৫। কম্পিউটারে দক্ষতা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণাসম্পন্ন হতে হবে।

১.৬। বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন করার দক্ষতা থাকতে হবে।

১.৭। কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্ব-উদ্যোগী, সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।

২। প্রোগ্রাম ম্যানেজারঃ

২.১। বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার ও স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পিএম) পদে নিয়োগ করা হবে।

২.২। লাইন ডাইরেক্টর এর অধীনে উপপরিচালক পদে কোন কর্মকর্তা পদায়ন থাকলে প্রোগ্রাম ম্যানেজার পদায়নের ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২.৩। কোন কর্মকর্তা সহকারী পরিচালকসহ ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার পদে ন্যূনতম ৩(তিন) বৎসর কর্মরত থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

২.৪। কম্পিউটারে দক্ষতা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সম্যক ধারণাসম্পন হতে হবে।

২.৫। বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন করার দক্ষতা থাকতে হবে।

২.৬। কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্ব-উদ্যোগী, সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।

এম.এম নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ অক্টোবর ২০১৪

নং জনস্বাস্থ্য-১/ইডি-০১/৯৫(অংশ)/২৯৫—The Company Act, 1913-এর আওতায় Essential Drugs Company Limited (EDCL)-এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের (সংশোধিত) ৫৪ (৩) অনুচ্ছেদের আলোকে অধ্যাপক (ডাঃ) এহসানুল কবির, বিভাগীয় প্রধান, চর্মরোগ বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল- কে এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল)-এর নির্ধারিত শর্তে ইডিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। এ নিয়োগ যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহিম
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শাখা-৩(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ কার্তিক ১৪২১/২৩ অক্টোবর ২০১৪

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৪৪.০৮.৫৯৬—বিসিএস (কাস্টমস্ এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা, জনাব এম. হাফিজুর রহমান কমিশনার (চঃদাঃ), যুক্তরাজ্যের Conventry University-তে Master of Bussiness Administration কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ১৯৫ অনুযায়ী শিক্ষা ছুটি এবং বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি গ্রহণপূর্বক যুক্তরাজ্য গমন করেন। শিক্ষা ছুটির শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তন না করায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি উক্ত আদেশ প্রতিপালন না করে বিদেশে অবস্থান করেন। বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডের খবর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে "বেস্ট লজিস্টিক লিঃ" নামে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং প্রতিষ্ঠানের ৭৫% মালিকানা, অবৈধ অর্থে একাদিক ফ্ল্যাট ক্রয়, সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও দুবাই ও লন্ডনে ব্যবসা পরিচালনা, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থে এফডিআর ও সঞ্চয়পত্র ক্রয় সম্পর্কিত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়।

২। এমতাবস্থায়, বিসিএস (কাস্টমস্ এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা, জনাব এম. হাফিজুর রহমান (প্রাক্তন কমিশনার (চঃদাঃ) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা) কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিধি বহির্ভূতভাবে বিদেশে অবস্থান করায় এবং সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অর্জন করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কারণে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১ এর বিধানমতে জনাব এম. হাফিজুর রহমান কমিশনার (চঃদাঃ)-কে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোর পোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। এ আদেশ ১৫-০৩-২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মোঃ গোলাম হোসেন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-২১/২০১৪-১২৪১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বগুড়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, পিতা মরহুম রিয়াজ উদ্দিন সরকারকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ২২ অক্টোবর ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-৩৫/২০১৪-১২৪৪—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে টাঙ্গাইল জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ আবু রায়হান, পিতা মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা রূপজানকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ১৬ অক্টোবর ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-৩৯/২০১৪-১২৮১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিতা মৃত সাদেক আলীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৮/২০১৪-১২৯২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ ছাইফুর রহমান, পিতা মোঃ আব্দুল খালিককে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

তারিখ, ২১ অক্টোবর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৯৪/৭৯-৪৯৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব এম,এ ছামাদ, পিতা মোঃ ইসমাইল হোসেন, মাতা মোছাঃ ছালেহা বেগম, সাং কোদালিয়া, বাসা নং-৪০, ওয়ার্ড নং-১৮, ডাকঘর টাঙ্গাইল সদর, উপজেলা ও জেলা টাঙ্গাইল)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল সদর পৌরসভার ২ ও ৫নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সলিসিটর এর কার্যালয়

জিপি পিপি শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং সলিঃ/জিপি-পিপি/আন্ট্রাঃ-০২/২০১০-১১৭—নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এর চীফ প্রসিকিউটর এর কার্যালয়ের প্রসিকিউটর জনাব মীর ইকবাল হোসেন কর্তৃক দাখিলকৃত পদত্যাগের আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রণালয়ের গত ২৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখের সলিঃ/জিপি-পিপি/আন্ট্রাঃ-০২/২০১০-৮২নং স্মারকমূলে তাহার নিয়োগাদেশ বাতিলপূর্বক তাহার পদত্যাগের পত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ ফজলুর রহমান
সহকারী সচিব (জিপি/পিপি)।

তথ্য মন্ত্রণালয়

চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ আশ্বিন ১৪২১/১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০১৫.১৪.৫৫৫—২০১৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলো মূল্যায়ন করে পুরস্কার প্রাপকদের নাম সুপারিশ করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে জুরি বোর্ড গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, শাহবাগ, ঢাকা।

(৩) অধ্যাপক ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৪) জনাব মোরশেদুল ইসলাম, চলচ্চিত্র পরিচালক , এপার্টমেন্ট ৩/ডি, বাড়ী নং-৪৫, রোড নং-৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(৫) জনাব রেজা লতিফ, সিনেমাটোগ্রাফার, ৬৫০/এ, উত্তর কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

(৬) জনাব আবু মুসা দেবু, সম্পাদক, ১৭২, পশ্চিম শেওড়াপাড়া (৩য় তলা), রোকেয়া স্মারণী, মিরপুর, ঢাকা।

(৭) জনাব আলম খান, সংগীত পরিচালক, বাড়ী নং-৩২, রোড নং-৪, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লিঃ, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।

(৮) জনাব এম এ আলমগীর, অভিনেতা, ড্রীম, ২/৪, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর হাউজিং, মিরপুর রোড, ঢাকা।

(৯) মিজ সুবর্ণা মুস্তাফা, অভিনেত্রী, হাউজ নং-৩, রোড নং ৩/এ, ফ্লাট নং ১ ও ২, সেক্টর ৫, উত্তরা, ঢাকা।

(১০) জনাব রফিকুল আলম, কণ্ঠশিল্পী, ২/১৪০১, ইষ্টার্ণ উলানিয়া, ২নং সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

(১১) জনাব কেরামত মওলা, শিল্প নির্দেশক, ৮/ই/২, বেইলী হাইট, ২নং নওরতন কলোনী, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

(১২) জনাব আব্দুর রহমান, সাংবাদিক ও সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি, চ্যানেল আই, ৪০, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(১৩) ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড।

২। জুরি বোর্ডের কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ

(ক) জুরি বোর্ড ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখে উক্ত বছরের পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্র, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নাম সুপারিশ করবে;

(খ) জুরি বোর্ড গঠনের পর বোর্ড পুরস্কারের জন্য চলচ্চিত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরস্কারের বিবেচনার নিমিত্ত চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে;

(গ) চলচ্চিত্র সংগ্রহ করার পর জুরি বোর্ড সেসব স্ক্রিনিং, পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে বিবেচ্য বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

(ঘ) আজীবন সম্মাননা ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রয়োজনীয় মনে হলে জুরি বোর্ড একাধিক চলচ্চিত্র ও ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করতে পারবে;

(ঙ) কোন ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারের জন্য যথাযোগ্য মনে না করলে জুরি বোর্ড সেই ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সুপারিশ না করার কারণ উল্লেখ করতে হবে;

(চ) জুরি বোর্ড পুরস্কারের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুখ্য সুপারিশের পাশাপাশি বিকল্প সুপারিশও প্রদান করবে;

(ছ) জুরি বোর্ড পুরস্কারের জন্য সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের জীবন-বৃত্তান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য সুপারিশমালার সাথে দাখিল করবে;

(জ) উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা ও কার্যক্রম ; এবং

(ঝ) জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের সুপারিশমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জুরি বোর্ডের নীতিমালা অনুসারণ করতে হবে।

৩। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ পুরস্কার প্রদানের জন্য বিবেচিত হবেঃ

০১	আজীবন সম্মাননা
০২	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র
০৩	শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
০৪	শ্রেষ্ঠ প্রামান্য চলচ্চিত্র
০৫	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক
০৬	প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
০৭	প্রধান চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
০৮	পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
০৯	পার্শ্ব চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
১০	খল চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী
১১	কৌতুক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী
১২	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী
১৩	শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার
১৪	শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক
১৫	শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক
১৬	শ্রেষ্ঠ গায়ক
১৭	শ্রেষ্ঠ গায়িকা
১৮	শ্রেষ্ঠ গীতিকার
১৯	শ্রেষ্ঠ সুরকার
২০	শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার
২১	শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার
২২	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা
২৩	শ্রেষ্ঠ সম্পাদক
২৪	শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক
২৫	শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক
২৬	শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক
২৭	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা
২৮	শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান

৪। জুরি বোর্ডের কোনো সদস্য অথবা তার পরিবারের কোনো সদস্যের নাম এই বোর্ড কর্তৃক বিবেচ্য বছরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচনাধীন থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্য আর জুরি বোর্ডের সদস্য থাকতে পারবেন না। একই ক্ষেত্রের অন্য কোনো ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

৫। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড জুরি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৬। নীতিমালা অনুযায়ী সুপারিশ প্রণয়ন করে জুরি বোর্ড আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৭। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন নজমুল হোসেন খান
উপ-সচিব (চলচ্চিত্র)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪

নং ২৫.০১৫.০০১.০২.০০.০০৩.২০০৮-১৫০৪—The Bangladesh Abandoned Buildings (Supplementary Provision) Ordinance, 1985 এর ৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১ম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট এবং ২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্টের মেয়াদ সরকার ১ জুন ২০১৪ তারিখ হতে ৩১ মে ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস
উপ-সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ অক্টোবর ২০১৪

নং পবম/পরিশা-৫/৩২৯/২০১১/১৯৮—বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংদেনিং রিজিনাল কো-আপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় National Committee for Updating Species Red List of Bangladesh (NC-USR) শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি আইইউসিএন বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছে। বর্ণিত উপ-প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের রেড লিস্টভুক্ত ৭ (সাত) টি গ্রুপের বন্যপ্রাণীর তথ্যাদি হালনাগাদ করা হবে। উপ-প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের লক্ষ্যে নীতিগত সহায়তা ও হালনাগাদকৃত রেড লিস্টভুক্ত ঝুঁকিতে থাকা প্রাণীদের ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে

সভাপতি করে সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ National Committee for Updating Species Red List of Bangladesh (NC-USR) গঠন হল ঃ

সভাপতি

(১) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (পরিচালক পদের নিম্নে নহে)।

(৩) মহাপরিচালক, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (পরিচালক পদের নিম্নে নহে)।

(৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৫) উপ-প্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(৬) পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা পদের নিম্নে নহে)।

(৭) ড. মোঃ আলী রেজা খান, ন্যাশনাল চিফ টেকনিক্যাল এডভাইজর, আপডেটিং স্পেসিস রেডলিস্ট অব বাংলাদেশ প্রজেক্ট, আই.ইউ.সি.এন।

(৮) প্রকল্প পরিচালক, ' স্ট্রেংদেনিং রিজিনাল কো-আপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন' শীর্ষক প্রকল্প, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

(৯) ড. আব্দুর রব মোল্লা, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১০) ড. আনোয়ারুল ইসলাম, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১১) ড. সাজেদা বেগম, অধ্যাপক এবং সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

(১২) ড. মোঃ আবদুল গফুর খান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

(১৩) ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

(১৪) ড. মোঃ আবদুল ওহাব, অধ্যাপক, মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

(১৫) ড. মোঃ সাইফুদ্দীন শাহ, অধ্যাপক, মৎস্য এবং সমুদ্র সম্পদ প্রযুক্তি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৬) ড. মোঃ সাইফুর ইসলাম, অধ্যাপক এবং সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(১৭) ড. মোঃ লোকমান আলী, সহযোগী অধ্যাপক, মৎস্য চাষ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী।

(১৮) ড. এস. এম. এ রশীদ, নির্বাহী প্রধান, ক্যারিনাম।

(১৯) জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ আই ইউ সি এন, বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস।

সদস্য-সচিব

(২০) জনাব মোঃ ইউনুস আলী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে Updating Species Red List of Bangladesh-শীর্ষক উপ-প্রকল্পকে বন্যপ্রাণীর প্রজাতিসমূহের অবস্থা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহসহ ব্যবহারে সহায়তা প্রদানের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন।

(২) কমিটি বন্যপ্রাণীর প্রজাতিসমূহের অবস্থার চূড়ান্ত মূল্যায়ন দেশের নীতি এবং কার্যক্রমে যাতে গ্রহণ করা হয়, সে লক্ষ্যে সুপারিশ করবে।

(৩) কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তি/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে বন্যপ্রাণীর প্রজাতিসমূহের অবস্থার মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন সংগ্রহের প্রচেষ্টা নিবে।

(৪) কমিটি National Biodiversity Database (NBD) প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চালু রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(৫) কমিটি উপ-প্রকল্পটির গবেষণা কাজে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিশ্চিত করবে।

(৬) কমিটি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

(৭) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং কমিটির কার্যপরিধি সংশোধন/পরিবর্ধন/পরিমার্জন করতে পারবে।

(৮) কমিটি বছরে অন্তত একবার সভা করবে।

(৯) আই.ইউ.সি.এন কমিটির সভা আয়োজনে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুজয় চৌধুরী
সহকারী প্রধান।

[একই স্মারকে কেবল তারিখ স্থলাভিষিক্ত করা হল]

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ আশ্বিন ১৪২১/২ অক্টোবর ২০১৪

নং ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.২১২.১২-৬০৫—যেহেতু, পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া-এর বিরুদ্ধে জনৈক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, বাড়ী নং-১৬৬, মোল্লাপাড়া, পশ্চিম কাফরুল, ঢাকা কর্তৃক ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত লাভের নিমিত্ত আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের (Misconduct) অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৩ রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয় এবং অভিযুক্তের লিখিত জবাব তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে অভিযুক্ত অভিযোগ স্বীকার করেন এবং আনীত অভিযোগ গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য অভিযোগের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং অভিযুক্ত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্তের দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব ও চূড়ান্ত আপোষনামা দাখিলের আবেদন বিবেচনা করে ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত আপোষনামা দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং যেহেতু অভিযুক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত আপোষনামা দাখিল করতে ব্যর্থ হন, এবং যেহেতু অভিযুক্তকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক অভিযুক্তকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন উক্ত বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে; এবং

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ ডাকুয়া, গবেষণা কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ভুঁইয়া সফিকুল ইসলাম
সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ২৮.০১৩.০২৮.০২.০০.০১৩.২০১১-৩০৯—আদিষ্ট হয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর সাংগঠনিক কাঠামোর (TO&E) রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত নিম্নোক্ত ৮১ (একাশি) টি পদ এবং পদের পার্শ্বে বর্ণিত বেতনক্রমে ০১-০৬-২০১৩ তারিখ হতে স্থায়ীকরণে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯
(১)	চেয়ারম্যান	১ (এক) টি	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত
(২)	সদস্য	৪ (চার) টি	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত
(৩)	সচিব	১ (এক) টি	১৬,৮০০-২০,৭০০	২৯,০০০-৩৫,৬০০
(৪)	পরিচালক	৪ (চার) টি	১৬,৮০০-২০,৭০০	২৯,০০০-৩৫,৬০০
(৫)	উপ-পরিচালক	৮ (আট) টি	১১,০০০-১৭,৬৫০	১৮,৫০০-২৯,৭০০
(৬)	সহকারী পরিচালক	১৬ (ষোল) টি	৬,৮০০-১৩,০৯০	১১,০০০-২০,৩৭০
(৭)	একান্ত সচিব	১ (এক) টি	৬,৮০০-১৩,০৯০	১১,০০০-২০,৩৭০
(৮)	ব্যক্তিগত সহকারী	১০ (দশ) টি	৩,৩০০-৬,৯৪০	৫,২০০-১১,২৩৫
(৯)	অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭ (সাত) টি	৩,৩০০-৬,৯৪০ ৩,০০০-৫৯২০ ৩,৩০০-৬,৯৪০	৫,২০০-১১,২৩৫ ৪,৭০০-৯,৭৪৫ ৫,২০০-১১,২৩৫
(১০)	হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	১ (এক) টি	৩,৩০০-৬,৯৪০	৫,২০০-১১,২৩৫
(১১)	ড্রাইভার	৮ (আট) টি	৩,১০০-৬৩৮০ ভারী লাইসেন্স ৩০০০-৫৯২০ হালকা লাইসেন্স	৪,৯০০-১০,৪৫০ ভারী লাইসেন্স ৪,৭০০-৯,৭৪৫ হালকা লাইসেন্স
(১২)	এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	১৮ (আঠার) টি	২,৪০০-৪৩১০	৪,১০০-৭,৭৪০
(১৩)	গার্ড (নিরাপত্তা প্রহরী)	২ (দুই)টি	২,৪০০-৪৩১০	৪,১০০-৭,৭৪০

৩। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-১১-২০১২ তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৫০.১৫.০০১.১২.২৫১ মূলে এবং অর্থ বিভাগের ৩১-০৩-২০১৩ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২৬.১৫.০১৫.১২.৯১ মূলে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

৪। মঞ্জুরীপত্র জারীর পূর্বে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সৈয়দা নওয়ারা জাহান
উপ-সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বেসরকারিকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ কার্তিক ১৪২১/২৩ অক্টোবর ২০১৪

নং ২৪.০০.০০০০.২০২.১৮.১৬৮.১২(২য় খণ্ড)-২৭৮— সরকার বিগত ২০০০ সালে বিটিএমসির পরিচানাধীন ৮টি মিলের মালিকানা স্ব স্ব মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করে। উক্ত মিলগুলো শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরের জন্য একটি হস্তান্তর নীতিমালা তৈরি করে তা গেজেটে প্রকাশ করা হয় ও Standard format এ প্রতি মিলের জন্য একটি করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী মিলের সম্পদ ও শেয়ার উক্ত মিলের শেয়ার হোল্ডার শ্রমিক ছাড়া তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তরের সুযোগ নেই। নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ করে ক্যারিলিন সিল্ক মিলস্ লি:, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মিলটি তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত মিলের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইসহাক কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পেশকৃত অভিযোগে জানানো হয় যে, মিলটির পরিচালক মোঃ শওকত আলী, মোঃ হাশেম আলী, এস.এম. মোরশেদ আলীর যোগসাজসে ও প্রতারণার মাধ্যমে অবৈধ ও বে-আইনীভাবে জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে কোম্পানীর চেক জালিয়াতিক্রমে কোম্পানীর ১৬,৮৪,০০,০০০ (ষোল কোটি চুরাশি লক্ষ) টাকা আত্মসাৎ করে। এ অভিযোগ তদন্তের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) পরিচালক (পরিচালন, যুগ্ম-সচিব), বিটিএমসি

সদস্যবৃন্দ

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (উপ সচিব পর্যায়ের)

(৩) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক)

সদস্য-সচিব

(৪) সহকারী সচিব (বেওবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

২। **কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ**

(ক) কিভাবে/কোন আইনে মিলের শেয়ার ও মিলের স্থাবর সম্পত্তি মিলের চেয়ারম্যান তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করল ;

(খ) অভিযুক্ত পরিচালক মোঃ শওকত আলী, মোঃ হাশেম আলী, এস. এম. মোরশেদ আলী কিভাবে কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হলেন। তারা মিল হস্তান্তরকালীন সময়ে মিলের স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী ছিলেন কিনা?

(গ) কোম্পানীর ব্যাংক হিসাব পরিচালনার দায়িত্বে কারা ছিলেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে উক্ত হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করলেন। টাকা উত্তোলনের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়াও ব্যাংক কর্মকর্তা বা অন্য কেহ জড়িত ছিলেন কিনা?

(ঙ) কোম্পানীর হিসাব হতে উত্তোলিত টাকা কি কাজে ব্যয় করা হয়েছে;

(চ) কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর হিসাবে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। কমিটি আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ প্রতিবেদন সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বরাবরে দাখিল করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ শাখা ২

এল, এ কেস নং ২৪(বি)/১৯৭৮-৭৯

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৬২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০৯-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা ঝালকাঠি সদর, মৌজা ১৬ নং উত্তম নগর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
২১৯	৩৪৪	আংশিক	০	১১
১৭,১২৬,২৩৮	৩৪৫	,,	০	১২
১২৫	৩৪৭	,,	০	০৪
২২৭	৩৪৮	,,	০	০৪
৯২	৩৫০	,,	০	১১
৯২	৩৫১	,,	০	০৬
			মোট=	০.৪৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.৪৮ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ১২৪(বি)/১৯৭৮-৭৯

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৯০—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৭-০৯-১৯৮১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ৬৮ নং রানাপাশা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৩	২২২৬	আংশিক	০	০৮
৯০২	২২৪০	,,	০	০৫
৯০২	২২৪২	,,	০	০৩
৯০২	২২৪৩	,,	০	০৩

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.১৯ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ৫৭(বি)/১৯৭৯-৮০

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৯১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-০৩-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা ঝালকাঠি সদর, মৌজা ১৫নং গগন।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৫৪	১৪১	আংশিক	০	০৫
৫৪৩	১৪২	,,	০	০৫
১০৪,২৪৩,২৭৯	১৪৭	,,	০	০৩

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.১৮ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ৪৮(বি)/১৯৮১-৮২

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৯২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৮-০৩-১৯৮২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা রাজাপুর, মৌজা ৪৬ নং আলগী।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
২১৮	১৫৯	আংশিক	০	২৫
১৬,২১৮	১৬০	,,	০	৩৮
১২০,১২৭	১৭৮	,,	০	৭৪
৩৯	১৭৯	,,	০	২৫

১	২	৩	৪	৫
১২১	১৮০	আংশিক	০	২৫
১৫, ১৫৫	১৮১	,,	০	২৫
১৬৪	১৮২	,,	০	২৫
১৮৬	১৮৩	,,	০	৬০

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ২.৯৭ একর।

জমির নকসা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ৩৪(বি)/১৯৭৯-৮০

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৯৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২২-০২-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ৫৮ নং খাগরাখানা

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
২১৩	৫৬৮	আংশিক	০	০৩
১০৪,১১১,১৭১, ২১১	৫৮৯	,,	০	০৪

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ০.০৭ একর।

জমির নক্সা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ১৭১(বি)/১৯৭৭-৭৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১২ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৪.১৪-২৮৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-১০-১৯৮০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা নলছিটি, মৌজা ১নং সাবাঙ্গল।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
১	২	৩	৪	৫
১৮৬	৩১৪	আংশিক	০	০৪
৩	৩১৫	,,	০	০৩
১৭৮	৩১৬	,,	০	০২
৩	৩২২	,,	০	০৪
৪, ১২৭	৩২৩	,,	০	১০
১৪৮	৩২৪	,,	০	০৫
১৪৮	৩২৫	,,	০	০১
১৪৮	৩২৬	,,	০	০২
৩	৩২৭	,,	০	০৩
৪, ১২৭	৩২৮	,,	০	০৬
৬০	৩২৯	,,	০	০২
৩/১	৩৩০	,,	০	০৪
৪, ১২৭	৩৩১	,,	০	০৬
২২,৩১	৩৩৪	,,	০	১২
৩৭,৪১,৫৪	৩৩৫	,,	০	১২
২৬২	৩৬৮	,,	০	০৭
২৩৯	৩৭০	,,	০	০৮
২০৪	৩৭৭	,,	০	০৬
২০২, ২০৩, ২৯৬, ৩০৬	৩৭৯	,,	০	০৬
২৮০	৩৮০	,,	০	০৪
২০৭, ২৯৬	৩৮১	,,	০	০৫
১৫, ১১৩	৩৮৩	,,	০	১০
১৪৪	৩৮৪	,,	০	০২
২০৮, ২৯৬	৩৮৫	,,	০	০৪

১	২	৩	৪	৫
৩২	৩৮৮	আংশিক	০	০৬
৭৫	৩৮৯	,,	০	০৬
৪০	৩৯০	,,	০	০৬
২৮, ৭১	৩৯১	,,	০	০৫
১৩৯, ২৮৯	৩৯২	,,	০	১২
১৪৪	৪৭৮	,,	০	০২
২০,২৩,৩৩,৩৫, ৪৪,৫১,৫৪,৫৫, ৫৭,৫৮,৫৯,৬০, ৬১,৬২,৬৮,৬৯, ২১৭,২৫৮,২৫৯, ২৮৪,৩৫৮,৩৬০	৩১	,,	০	০২

সর্বমোট জমির পরিমাণ ঃ ১.৬৭ একর।

জমির নকসা এল, এ প্লান জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ২০২(W)/১৯৬৭-৬৮

ঘোষণাপত্র

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-২৪৫—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০৩-১৯৬৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা নলুয়াবাগী, জে, এল, নং-১১৮, সিট নং-০১।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
১৭৮	৩০৫	০.১১
১৬৩	৩০৬	০.৬৬
৩৯৪, ৩৯৭, ২৮১, ১০০, ২১, ২১৬, ২২৪, ১২, ১৭৮, ৩৩৭	৩১০	০.২৮
৩৯৪, ৩৯৭, ২৮১, ১০০, ২১, ২১৬, ২২৪, ১২, ১৭৮, ৩৩৭	৩১৩	০.১৪
৩৯৪, ৩৯৭, ২৮১, ১০০, ২১, ২১৬, ২২৪, ১২, ১৭৮, ৩৩৭	৩১৪	০.০৪
১৬৪	৩১৫	০.১৮
১৪৬	৩৮৯	০.০৩
৩০৪	৩৯০	০.১৮
৩১. ১৩৩	৩৯১	০.৭০
১৭৪	৩৯২	০.৭৮
১৬৬	৩৯৩	০.৭৮
৩৯১	৩৯৪	০.৭১
৬৩	৩৯৫	০.৭২
১৩৭	৩৯৬	০.৪০
১৬১	৩৯৭	০.৪০
১৩২	৩৯৮	০.২৮
২৮	৩৯৯	০.১৬
১১৩, ১৩৮	৪০০	০.২১
১৬৫	৫৫৮	০.০১
৩৮১	৫৫৯	০.০৭
৩৯৬	৫৬৪	০.৩০
৩৯৪, ৩৯৭, ২৮১, ২১, ১০০, ২১৬, ২২৪, ১২	৫৬৫	০.৪৬
১৭৮, ৩৩৭	৫৬৬	০.১০
১৭৮, ৩৩৭	৫৬৭	০.৩৯
৩৮৪	৫৬৮	০.১১
৩৮৪	৫৬৯	০.১৭
৩৮৪	৫৭০	০.০৫
২২৪, ৩৯৪, ২১, ১০০, ২৮১, ২১৬, ১২	৫৭১	০.১২
২২৪, ৩৯৪, ২১, ১০০, ২৮১, ২১৬, ১২	৫৭২	০.৩৪
২২৪, ৩৯৪, ২১, ১০০, ২৮১, ২১৬, ১২	৫৭৩	০.০২
২৬০	৫৮২	০.৪০
৩৩৭	৫৮৩	০.২৩
১৭৮	৫৮৪	০.১০
২২৪, ৩৯৪, ২১, ১০০, ২৮১, ২১৬, ৩৯৭, ১২	৫৮৫	০.২৪
৩০৪	৫৮৬	০.৪৬
২৬০	৫৮৭	০.৪০
৩০৪	৫৮৮	০.৫০
২৬০	৫৮৯	০.১৪
২৫	৫৯৯	০.২২
২৫	৬০০	০.২৬

১	২	৩
২৫	৬০১	১.১০
০১, ১৮৯, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪	৬০২	০.০৩
২৫	৬০৩	০.২৮
১৫৬, ৩২৯	৬০৫	০.২৪
৩৪৪	৬০৬	০.২৯
৮১	৬০৭	০.১৫
৫১	৬০৮	০.১০
২৭৮	৬০৯	০.০৮
২৩	৬১৩	০.৩০
২৫	৬২২	০.০৪
২২৪, ৩৯৪,৩৯৫, ১২, ২১, ১০০, ২৮১, ২১৬	৫৯১	০.১৬

মোট জমি=১৪.৫৯ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

শাখা-১১

এল, এ কেস নং ০৮/১৯৬৭-৬৮

"ঘোষণাপত্র"

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-২৪৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৪-৫৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা চালিতাবুনিয়া, জে, এল, নং-৭০, সিট নং-০১।

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১	২	৩
২২২	০২	০.০৬
২২২	০৪	০.১৪
২২২	০৬	০.৩২

১	২	৩
১১৮. ৩৭৭, ৩৭১	০৭	২.০৪
৩৭৭	০৮	০.০৪
১১৮. ৩৭৭, ৩৭১	০৯	০.১২
১১৮. ৩৭৭, ৩৭১	১২৬	১.১০
৪৮	১২৭	০.৩০
২২২	১২৮	০.২০
১১৮. ৩৭৭, ৩৭১	১২৯	০.১২
১, ১৯, ২৭২	১৩২	০.১৩
১, ১৯, ২৭২	১৩৩	০.৮৫
২০২, ৩২০	১৩৬	১.১০
২০১, ২৫২	১৪১	০.৭৪
২০১, ২৫২	১৪২	০.০৮
২০২, ৩২০	১৪৩	০.৫৫
২০২	১৪৪	০.১২
২০২, ৩২০	১৪৭	০.৮৪
১৬৬	১৫১	০.৩০
১৬৬	১৫২	০.৩৬
১৯৫	১৫৩	০.১০
২৯৫	১৮৪	০.২৮
৩৪৬, ২৫৬	১৮৫	০.০৮
৫৯	১৮৬	০.২৪
১০৪	১৮৮	০.৩৫
১০৪	১৮৯	০.০১
১০৪	১৯০	০.১৯
১০৪	১৯১	০.৫০
২৪৭	২০২	০.১৮
২৪৭	২০৩	০.০৫
১৩৭	২০৪	০.০৪
১৩৭	২০৫	০.৪৮
১৩৭	২০৬	০.০৩
৯৯, ১০০	২৩৮	০.০৪
৯৯, ১০০	২৩৯	০.৩৭
১৪৩	২৯৮	০.২০

মোট জমি=১২.৬৫ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ০৫/৮১-৮২

ঘোষণাপত্র

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪২.১৪-২৪৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী)

হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-০৩-১৯৮২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ফেনী, উপজেলা ফেনী সদর, মৌজা মহেশপুর, জে, এল, নং-১১৮।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৮	১০৪	০.১২
১১৬	১০৫	০.১০
৮৭	১০৬	০.০৪
৮৭, ১৭৩	১০৭	০.০৪
৬৫	১২০	০.০৫
৬৫	১২১	০.০৬
১৪৯	১৩৭	০.০৫
৬৭	১৪৫	০.১১
১৩	১৪৬	০.০৯
৬৫	১৪৮	০.২৯
৬৫	১৪৯	০.০২
১১	১৫০	০.১৩
৭৯	১৫১	০.০৪
৪৩, ৬৯	১৫৩	০.১৩
৮৬	১৫৪	০.০৬
৮৩	১৬২	০.০৭
৮৬	১৬৪	০.০৮
৯১	১৬৫	০.১০
১৪৮	১৬৬	০.১৫
৫৪	১৬৭	০.১৫
৭৭	১৬৯	০.১১
৫১	১৭৬	০.২০
২৬	১৭৭	০.০৮
৭২	১৭৯	০.১৯
১৫৯	২৭৫	০.১৪
১০৭	২৭৬	০.০৯
৪, ৫	২৭৭	০.০৮
১০৪	২৮৭	০.১০
১৪	১৯১	০.১২
৬, ৭	২৯২	০.১০
৮৩	১৫৫	০.০৭

মোট জমি=৩.১৬ একর

জমির নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাশকের কার্যালয়, ফেনীর অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ৩/৮১-৮২

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪২.১৪-২৪৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-০৩-১৯৮২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ফেনী, উপজেলা ফেনী সদর, মৌজা পঃ সিলোনিয়া, জে, এল, নং-১২১।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২০৩	৯৯	০.০৮
২৬৯	১০০	০.১৩
২৯৯	১০১	০.০৯
১২১	১০২	০.০৫
২২০	১০৩	০.১২
৮৬, ৯৪	১১৭	০.২৬
২২১	২৬২	০.০৮
২২১	১১৬	০.১০
৩১৬, ৩২৭, ৩২৮, ৪১৯, ১১৬	২৬৩	০.১০
১১৬	২৬৩/১৩৮৮	০.১২

মোট জমি= ১.১৩ একর।

জমির নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ১৩/১৯৫৯-৬০

ঘোষণাপত্র

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪২.১৪-২৪৯—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-০৯-১৯৬৫ইং তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ফেনী, উপজেলা ছাগলনাইয়া, মৌজা জয়পুর, জে, এল, নং-২৪০৩।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩৪	১২১৬	০.৬৩
৩৪	১২১৭	০.১১
৩৪	১২১৮	০.০৫
৩৪	১২২১	০.০৮

মোট= ০.৮৭ একর।

জমির নকসা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ২০ (W)/১৯৭২-৭৩

ঘোষণাপত্র

ফরম নং "ঘ"

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-২৬৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৪-৫৭ তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা চর চাপালী, জে, এল, নং-৩৬, সিট নং-২।

খতিয়ান নং (এস,এ)	দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৪০	১০১	০.০৫
৪৪০	১১২	১.০০
	১১৫	০.২০

মোট=১.২৫ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

এল, এ কেস নং ৫৩ (W)/১৯৬৯-৭০
"ঘোষণাপত্র"
ফরম নং "ঘ"
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৫.১৪-২৬৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৪-৫৭ তারিখে আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা পার ডাকুয়া, জে, এল, নং-৪৫, সিট নং-০৬।

খতিয়ান নং (এস,এ)	দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪৯০	৫৩৬১	০.১২
৮১	৫৩৬২	০.০১
৩৮২	৫৩৭৪	০.০২
৪৯০	৫৩৭৭	০.১১
৪৯০	৫৩৭৮	০.৪৪
৫০৯, ২৫৯, ৪২	৫৩৭৯	০.১১

মোট জমি=০.৮১ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সচিব।

শাখা নং ১১
ঘ ফরম

এল, এ কেস নং ৩৩/১৯৬৬-১৯৬৭

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪২.১৪-২৭০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারা মোতাবেক ১৬-১০-১৯৬৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা ফেণী, উপজেলা সোনাগাজী, মৌজা চর চান্দিয়া, জে এল নং ২৩১।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩
৬০০	১৫৮	০.২২
৬০১	১৫৯	০.৭৫
৬০২	১৬০	০.৬২
১৮২৮	১৬৩	০.০২
১৯১৯	২৪০৭	০.২৮
১৯০৯	২৪০৬	০.১৮
১৯০৭ ১৯০৮	২৪০৫	০.৭৪
১৯১৫	২৪০৪	০.২২
১৯১৭	২৪০৩	০.০৬
১৯১৩	২৪০২	০.১২
৭০৫	২২০৯	১.০৮
৫৬৭ ৫৬৮	২২০০	০.১৬
৫৪৬	২১৯৯	০.২৮
১৭৮৪ ১৭৮৫	২১৯৮	০.০৩
১৭৮৭	২১৯৬	০.৫৪
৫৪৪ ৫৪৫	২১৯৫	০.০৮
৪৯২ ৪৯৮	২১৯৪	০.০৪
১	২	৩
৫৪১	২১৯২	০.০২
৫৪৪	২১৮৫	০.০৮
৪৯২	২১৮৭	০.০৪
৫৪২	২১৮৮	০.০২
১	১৭৪০	০.৩৬
		মোট =৫.৯৪ একর

জমির নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেণীর অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল. এ কেস নং ১০০(W)/১৯৬৮-৬৯

ঘোষণা পত্র

ফরম নং ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৭১—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৩-১৯৬৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা তুলাতলী, জে এল নং ১২৪, সিট নং-২।

খতিয়ান নং (এস, এ)	দাগ নং (এস. এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১	২	৩
৫৪	১৫১১	০.৪৮
১৪৪	১৫১৬	০.৭০
১৪৬	১৫১৮	০.৩২
১৫৭	১৫১৯	০.২০
১৫৭	১৫২১	০.০৯
১৫৭	১৫২২	০.৯০
২০০	১৫২৩	১.২৫
৭৮	১৫৫২	০.৭৫
৭৮	১৫৫৩	০.০৬

১	২	৩
১৪৬	১৫৬৫	০.১৬
১৪৬	১৮৮৯	০.১৮
১৭১	১৫৭৫	০.৯০
৭৮	১৫২৫	০.০১
	মোট জমি	**৬.০০ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল. এ কেস নং ৩৪(W)/১৯৭০-৭১

ঘোষণা পত্র

ফরম নং ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৭২—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৭-১৯৭১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা পাড় ডাকুয়া, জে এল নং ৪৫, সিট নং-৪।

খতিয়ান নং (এস, এ)	দাগ নং (এস. এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৬	৩৪২৭	০.১৫
২১	৩৪৩৫	০.২৫
৪৪৬	৩৪৩৮	০.২৮
৩৫	৩৪৬৪	০.০৭
৩৫	৩৪৬৫	০.০৫
৩৫	৩৪৬৬	০.০৯
৩৫	৩৪৬৮	০.০৬
৩৫	৩৪৭৩	০.১৫
৩৩	৩৫৭৯	০.২৬
৫৫২, ৫৫৩	৩৫২০	০.০৪
১৭	৩৫২১	০.২০
৩৪৪	৩৫২২	০.০৮
		মোট জমি=১.৮৩ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এল. এ কেস নং ২০(W)/১৯৭০-৭১

ঘোষণা পত্র

ফরম নং ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৭৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৮-০৩-১৯৭২ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত হুকুম ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা লেমুপাড়া, জে এল নং ১৯, সিট নং-৪।

খতিয়ান নং (এস, এ)	দাগ নং (এস. এ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩৩/১	১৫৮২	০.১১
১২	১৫৮৩	০.০৭
১২	১৫৮৪	০.০৫
৩৩	১৫৭২	০.৭১
৩৩/১	১৫৭৩	৪.১৫
৩০	১৫৮০	০.০৬
১২	১৫৮৬	০.১৮
১২	১৬০৮	০.২২
২০৮	১৬১০	১.১০
		মোট জমি =৬.৬৫ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.০০৯.২০১১-২৫৫—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	টিয়াবুনিয়া	৬৮	ডুমুরিয়া	খুলনা
(২)	দেডুলী	৭১	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৩)	মান্দারতলা	১২১	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৪)	পারমাগুর খালী	১১৮	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৫)	কাপালীডাঙ্গা	১৫৩	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৬)	মধুগ্রাম	১৫	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৭)	রতনখালী	২০০	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৮)	পঞ্চু	৬৩	ডুমুরিয়া	খুলনা
(৯)	মহিষাঘুনী	১১	রূপসা	খুলনা
(১০)	গোয়াড়	৫৪	রূপসা	খুলনা
(১১)	চর পাথরঘাটা	৮	পাইকগাছা	খুলনা
(১২)	আব্দুলখালী	২৫	পাইকগাছা	খুলনা
(১৩)	চিনামলা	২৭	পাইকগাছা	খুলনা
(১৪)	বৃত্তিগোপালপুর	৫০	পাইকগাছা	খুলনা
(১৫)	আরাজী ভবানীপুর	৫৭	পাইকগাছা	খুলনা
(১৬)	গদারডাঙ্গা	১৩২	পাইকগাছা	খুলনা
(১৭)	বন্দোবস্তী বুনা	৫৬	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(১৮)	গোয়ালঘাটা	১২৬	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(১৯)	শ্রীফলতলা	১৩০	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(২০)	পার হোগলা	১১৯	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(২১)	চিত্রাভাগা	১১১	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(২২)	শেজবুনিয়া	৪৯	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(২৩)	হেঁচাচেরা	৯৯	বটিয়াঘাটা	খুলনা
(২৪)	বামনডাঙ্গা	১৪	কয়রা	খুলনা
(২৫)	কলাপোতা	৩৭	কয়রা	খুলনা
(২৬)	তালবেড়িয়া	৪৮	কয়রা	খুলনা
(২৭)	বাউলিয়াঘাট	৫৪	কয়রা	খুলনা
(২৮)	আটরা	৬১	কয়রা	খুলনা
(২৯)	লোকা	৬৫	কয়রা	খুলনা
(৩০)	কাটনী	৪৯	কয়রা	খুলনা
(৩১)	ফকিরপোতা	৬১	কয়রা	খুলনা
(৩২)	বাবুলিয়া	৪৭	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা
(৩৩)	চর ভাতশালা	৩	দেবহাটা	সাতক্ষীরা
(৩৪)	শিবনগর	১১	দেবহাটা	সাতক্ষীরা
(৩৫)	সুশীলগাঁতী	১২	দেবহাটা	সাতক্ষীরা
(৩৬)	কোঁড়া	১৭	দেবহাটা	সাতক্ষীরা
(৩৭)	চক মহমুদালীপুর	১৯	দেবহাটা	সাতক্ষীরা
(৩৮)	দেবীসহর	৩৬	দেবহাটা	সাতক্ষীরা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৩৯)	বিষ্ণুপুর	১৭	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
(৪০)	কাশিমপুর	১৮	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
(৪১)	দেবীপুর	৩১	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
(৪২)	শংকরপুর	৩৫	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
(৪৩)	হরিনাগাড়ী	৩৬	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
(৪৪)	ঘোলা	১০৩	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা
(৪৫)	চক দূর্গাপুর	১৮	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
(৪৬)	বাটরা	১৮	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
(৪৭)	কাটাখালী (বড়)	৪	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
(৪৮)	ঝিকরা	৬৫	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৪৯)	পাতিলাখালী	৪৫	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫০)	পোলঘাট	৬৮	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫১)	কৃষ্ণনগর	১১৮	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫২)	বারুইপাড়া	৩	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫৩)	জয়গাছি	৫৩	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫৪)	রহিমাবাদ	৬৯	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫৫)	কড়ামারা	৩৩	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫৬)	কুলিয়াদাইড়	৩৪	বাগেরহাট	বাগেরহাট
(৫৭)	ধবলিয়া	১৪	মোল্লাহাট	বাগেরহাট
(৫৮)	মন্ডলগাতী	১৫	মোল্লাহাট	বাগেরহাট
(৫৯)	উদয়পুর বৈঝাকি	৫১	মোল্লাহাট	বাগেরহাট
(৬০)	মাধবকাটি	৯	কচুয়া	বাগেরহাট
(৬১)	শিরোখালী	২১	কচুয়া	বাগেরহাট
(৬২)	শ্যানপুকুরিয়া	২৩	কচুয়া	বাগেরহাট
(৬৩)	মালিপাটন	৫৩	কচুয়া	বাগেরহাট
(৬৪)	যশোরদি	৭১	কচুয়া	বাগেরহাট
(৬৫)	বক্তারকাটি	৫৫	কচুয়া	বাগেরহাট
(৬৬)	বাঁশতলা	১৫	মোংলা	বাগেরহাট
(৬৭)	মিঠাখালী	১৮	মোংলা	বাগেরহাট
(৬৮)	মালগাজী	১৯	মোংলা	বাগেরহাট
(৬৯)	জয়খাঁ	২৪	মোংলা	বাগেরহাট
(৭০)	সোনাইলতলা	২৫	মোংলা	বাগেরহাট
(৭১)	আন্ধারিয়া	২৯	মোংলা	বাগেরহাট
(৭২)	বারাশিয়া	২২	ফকিরহাট	বাগেরহাট
(৭৩)	জাড়িয়া মাইটকুমড়া	৫০	ফকিরহাট	বাগেরহাট
(৭৪)	দিয়াপাড়া	৬৭	ফকিরহাট	বাগেরহাট

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩১.০০৮.২০১৪-২৫৬—১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ (১) ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের জরিপ কাজ শুরু করার নিমিত্ত গেজেট করার প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	টিশুন্ডী	১২	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
(২)	চর করিমদ্দিন	৮৯	ভোলা সদর	ভোলা
(৩)	কুচয়া	৭৫	বাউফল	পটুয়াখালী

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৪)	জলিসা	১৫৩	দুমকি	পটুয়াখালী
(৫)	ইট বাড়িয়া	০৮	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(৬)	গোলবুনিয়া	১৩	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(৭)	লালুয়া	১৪	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
(৮)	বানাতিপাড়া	১৫	কলাপাড়া	পটুয়াখালী

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৮৯.২০১০-২৫৭—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক সংশোধিত আকারে নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	বাজে দুর্গাপুর	৩৯	যশোর সদর	যশোর
(২)	নিমতলি	২২৫	যশোর সদর	যশোর
(৩)	সৈদপাড়া	৭৫	ঝিকরগাছা	যশোর
(৪)	কালিয়ানি	৮৭	ঝিকরগাছা	যশোর
(৫)	দরিদুর্গাপুর	২৬	সারসা	যশোর
(৬)	চান্দুরিয়ার ঘোপ	৬২	সারসা	যশোর
(৭)	নেবুগাঁতি	১৩৭	মণিরামপুর	যশোর
(৮)	তেঁতুলিয়া	১৫৯	মণিরামপুর	যশোর
(৯)	মেহেরপুর	৩৭	কেশবপুর	যশোর
(১০)	বুঁইকরা	৫৬	অভয়নগর	যশোর
(১১)	কয়ালখালি	৫৮	বাঘারপাড়া	যশোর
(১২)	আন্দারকোটা	৪৩	চৌগাছা	যশোর
(১৩)	বকসীপুর	৪৯	চৌগাছা	যশোর
(১৪)	আরাজীসুলতানপুর	৫২	চৌগাছা	যশোর
(১৫)	ঝিনাইকুন্ডু	৭৭	চৌগাছা	যশোর
(১৬)	তেঁতুলবাড়িয়া	৮৮	চৌগাছা	যশোর
(১৭)	কয়ার পাড়া	১০৮	চৌগাছা	যশোর
(১৮)	আন্দুলবাড়িয়া	৯৯	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
(১৯)	খেঁদাপাড়া	১৩৭	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
(২০)	শ্রীমন্তপুর	১৪০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
(২১)	ভিট্সর	১৪৩	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
(২২)	চান্দো	১৭১	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
(২৩)	পাক্কা	২০০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
(২৪)	আধারকোটা	১০৬	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(২৫)	ডোবিলা	১০৯	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(২৬)	দলিলপুর	১১২	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(২৭)	বেড়বাড়ী	১৩২	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(২৮)	কুমিরাদহ	১৭৭	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
(২৯)	তৈলটুপী	১	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
(৩০)	রঘুনাথপুর	১৭	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
(৩১)	আন্দুলিয়া	২২	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
(৩২)	বোয়ালিয়া	২৩	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
(৩৩)	ফতেপুর	৩১	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
(৩৪)	হিঙ্গারপাড়া	৩৪	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৩৫)	বামনগাছা	৫৯	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
(৩৬)	মিরজাপুর	১১	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৩৭)	আড়পাড়া	৪৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৩৮)	বঁচিতলা	৬৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৩৯)	দক্ষিণ নিশ্চিন্তপুর	৬৬	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪০)	ইচ্ছাখাদা	৭৩	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪১)	বাঁশতৈল	৮৬	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪২)	উজিরাবাদ মালঞ্চী	৯৪	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৩)	পাটকেলবাড়ী	৯৯	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৪)	তেঘরিয়া	১০১	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৫)	মহিষডাঙ্গা	১১১	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৬)	দক্ষিণ নওয়াপাড়া	১১৬	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৭)	রাজিবের পাড়া	১২৫	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৮)	আন্দুলবেড়িয়া	১২৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৪৯)	খানাবেড়িয়া	১৩০	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫০)	টীলা	১৩৩	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫১)	শিমুলিয়া	১৪৮	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫২)	মালিগ্রাম	১৬০	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৩)	ধলহরা	১৬২	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৪)	কুকিলা	১৬৯	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৫)	ফাজিলা	১৭২	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৬)	বাটীকাবাটী	১৮৩	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৭)	উত্তর ধর্মসীমা	১৮৮	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৮)	দক্ষিণ দূর্গাপুর	১৯২	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৫৯)	বালুগ্রাম	২০১	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬০)	ছোট জোকা	২০৭	মাগুরা সদর	মাগুরা
(৬১)	বিলঝল্‌মল	২২	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬২)	বাইরাল পাচুরিয়া	২৫	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৩)	ভোলানাথপুর	২৮	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৪)	বানিয়াবহ	৫৩	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৫)	লক্ষ্মীপুর	৯১	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৬)	চাকুলিয়া	১০১	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৭)	মোবারকপুর	১০৮	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৮)	খোর্দ্দ ফুলবাড়ী	১১৩	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৬৯)	রামপুর	১১৬	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৭০)	বলরামপুর	১১৭	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৭১)	বলভদ্রপুর	১২৭	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৭২)	মন্ডলগাতি	১৩০	মুহাম্মদপুর	মাগুরা
(৭৩)	চুকিনগর	১২	সালিখা	মাগুরা
(৭৪)	দেয়াডাঙ্গা	৫১	সালিখা	মাগুরা
(৭৫)	গোপালগ্রাম	৬৫	সালিখা	মাগুরা
(৭৬)	কুমারকোটা	৬৮	সালিখা	মাগুরা
(৭৭)	পুকুরিয়া	৭৩	সালিখা	মাগুরা
(৭৮)	নালিয়াছাব্‌ড়ি	৮৩	সালিখা	মাগুরা

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(৭৯)	কুয়াতপুর	৮৪	সালিখা	মাগুরা
(৮০)	মনোখালি	৮৮	সালিখা	মাগুরা
(৮১)	কাটিগ্রাম	৮৯	সালিখা	মাগুরা
(৮২)	সাবেক খাটোর	৯২	সালিখা	মাগুরা
(৮৩)	বাক্সাডাঙ্গা	০৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
(৮৪)	ঝিক্রা	১৩৪	নড়াইল সদর	নড়াইল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সহকারী সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১১.১৩১.২০১১(অংশ-১)-৬০৫—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী অধ্যাদেশ-১৯৭৬) এর ২০ ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জনাব মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছার-কে বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ অক্টোবর ২০১৪/২৪ আশ্বিন ১৪২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.১৩-১৬৮—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ বুলবুল হোসেন (পরিচিতি নম্বর ০০৫১৮৪), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), দিনাজপুর সড়ক সার্কেল, দিনাজপুর (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চঃ দাঃ, যশোর সড়ক সার্কেল) যশোর সড়ক সার্কেলে ২৮-০১-২০১০ তারিখ হতে ০৩-০৯-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী গত ০৭-০৭-২০১২ তারিখ কুষ্টিয়া সড়ক বিভাগ পরিদর্শনকালে বটতৈল-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৭.৬৪০ কিলোমিটার সড়ক যান চলাচলের অনুপযোগী দেখতে পেয়ে বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনি জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় বটতৈল-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৭.৬৪০ কিলোমিটার সড়কের মধ্যে ১২.৪৭৪ কিলোমিটার সড়কের কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু ও সমাপ্ত করাতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার সামিল; এবং

যেহেতু, আপনি উক্ত আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৭.৬৪০ কিলোমিটারের মধ্যে ৫.১৬৬ কিলোমিটার শুধুমাত্র বেজ মজবুতিকরণসহ কার্পেটিং কাজ এবং কোন ওভারলে কাজ না করিয়া সম্পূর্ণ কাজের প্রায় এক তৃতীয়াংশের বেশি বিল অর্থাৎ ২,২৯,৭৪,৩৬২.৯৭ টাকা পরিশোধ করে সরকারি নিয়মনীতি ভঙ্গ করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি সড়কটিতে গত ০৬-১২-২০১২ তারিখে সম্পাদিত ২(দুই)টি চুক্তিমূল্যের আওতায় পুনরায় কাজ করান; এবং

যেহেতু, জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু ও সমাপ্ত করা হলে জনভোগান্তি সৃষ্টি হত না এবং নতুন করে কাজ করানোর প্রয়োজন হত না; এবং

যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী দুর্নীতিপরায়ণতা; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য আপনাকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণ এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন আপনাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আপনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা আপনার বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনার লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২) (সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনীত ৩টি অভিযোগের মধ্যে ২টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক মতাসমতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, আপনার লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, সার্বিক বিবেচনায় আপনি জনাব মোঃ বুলবুল হোসেন (পরিচিতি নম্বর ০০৫১৮৪), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), দিনাজপুর সড়ক সার্কেল, দিনাজপুর (প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চঃ দাঃ, যশোর সড়ক সার্কেল)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে ১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত কর হল। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণে কোন আর্থিক সুবিধাও গ্রহণ করতে পারবেন না।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

ডিএফডিপি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৯.০৭.০০১.১২-৫১১—জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জাইকা) এর অর্থায়নে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং কুমিল্লা জেলায় কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বিদ্যমান অবকাঠামো, গাছপালা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ও বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচলিত আইনের অধীনে এবং উন্নয়ন সহযোগী জাইকা এর সাথে সম্মত Revised Resettlement Action Plan (RRAP) বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুমোদিত RAP এর আলোকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে Property Assessment and Valuation Committee (PAVC) নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হল ঃ

Property Assessment and Valuation Committee (PAVC)

আহবায়ক

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-নির্বাহী প্রকৌশলী বা সমপর্যায়ের (পুনর্বাসন) কর্মকর্তা ।

সদস্যবৃন্দ

(২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি;

(৩) সড়ক ও জনপথ অধদপ্তরের প্রতিনিধি-উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সামাজিক ও পরিবেশ সার্কেল);

(৪) সংশ্লিষ্ট জেলার গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি;

(৫) সংশ্লিষ্ট জেলার বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(৬) সওজ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনা (RAP) বাস্তবায়নকারী সংস্থা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ফিল্ড অর্ডিনেটর, সিসিডিবি)।

কার্যপরিধি ঃ

(ক) প্রকল্পাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব ভূমি অথবা সরকারের অন্যান্য সংস্থার অথবা কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ভূমিতে দীঘ দিন যাবৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারীদের সনাক্তকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন এবং ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, আর্থ-সামাজিক জরিপ ফরম যাচাই এবং স্বাক্ষরকরণ;

(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার জমিতে অথবা কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য জরিপ পরিচালনা করে বাজার দর/বদলী মূল্য অনুযায়ী বর্তমান মূল্য নিরুপণ ও মূল্য তালিকায় সনাক্তকরণ। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরুপণ, বাজেট প্রণয়ন ও সনাক্ত স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ; এবং

(গ) নিদিষ্ট সময়সীমা অনুসরণে উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/প্রতিবেদন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ (শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ভাদ্র ১৪২১/১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.২৭.১০২.১২-১৬৮৭—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহীকে, প্রাক্তন প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা পূর্বাঞ্চল হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন রেলওয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ১৫-০৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের নীতিমালার ০৫-১-১২ এবং ০৫-১-১৩ বিধির আওতায় স্টেশন ভবন, স্টেশন প্লাটফরমে ক্যান্টিন/চায়ের দোকান এবং স্টেশনের পার্শ্বের খোলা জায়গা বরাদ্দের জন্য প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে মহা-ব্যবস্থাপকের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদানের বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত নীতিমালা অনুসরণ না করে এককভাবে রেলওয়ে ট্রাফিক বিভাগ হতে বিধি বহির্ভূতভাবে চট্টগ্রাম ফৌজদারহাট রেলওয়ে স্টেশন সীমানার পশ্চিম পার্শ্বে ৮৫৯৫ বর্গফুট রেলওয়ের জমির পাহাড়তলী সিডিএ মার্কেটের এ. জে ট্রেডিং ডিটি রোড, পাহাড়তলী, প্রোপাইটর জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ২-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১৬৮৭ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং ০৫-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব সুনীল চন্দ্র পাল,

যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) কে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নীতিমালা লঙ্ঘন করে রেলভূমি লাইসেন্স প্রদান করায় 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি, ব্যক্তিগত শুনানী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) (বি) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারির পরবর্তী তার ১(এক)টি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (Annual Increment) স্থগিত করার লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী, প্রাক্তন প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা পূর্বাঞ্চল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এ আদেশ জারির পরিবর্তী ১(এক) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ কার্তিক ১৪২১/২৬ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.১২.১৪.৩২৭—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা ড. শেখ মোঃ আমানুল্যাহ (১৭৬২৪), সহকারি অধ্যাপক (বাংলা), সরকারি পি.সি. কলেজ, বাগেরহাট কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গঠিত সিন্ডিকেট সভায় পিএইচডি ডিগ্রি অনুমোদন শেষে ১ বছর ১৪ দিন পর কাজে যোগদান করেছেন। তিনি অনুমোদন না নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি শেষে ১ বছর ১৪ দিন পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন, সেহেতু তাঁর আবেদন মোতাবেক ধার্য তারিখের আগেই গত ২৯-৯-২০১৪ তারিখের তাঁর শুনানি গ্রহণ করা হয়। তাঁর বক্তব্যে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি যথারীতি পিএইচডি সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ের আগেই মাউশি অধিদপ্তরে যোগদান করেন। মাউশির অধিদপ্তরে উপপরিচালক তাঁকে প্রেষণ বাতিল না করার পরামর্শ দেন। তিনি যেহেতু, যোগদান পত্র দাখিল করেছিলেন তাই তাঁর কোন রকম দুষ্টু মনোভাব ছিলো বলে মনে করা যায় না। তবে যোগদান পত্রটি খুঁজে না পাওয়া বা ব্যক্তিগতভাবে রিসিভ কপি সংরক্ষণ না করা দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। সার্বিক পর্যালোচনা তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালকে ১ বছর ১৪ দিনকে প্রেষণ হিসেবে মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, ড. শেখ মোঃ আমানুল্যাহ (১৭৬২৪), সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), সরকারি পি.সি. কলেজ, বাগেরহাট এঁর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল ০১ বছর ১৪ দিনকে প্রেষণে হিসেবে মঞ্জুরসহ বিভাগীয় মামালা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৪ আশ্বিন ১৪২১/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং প্রাগম/তঃ শৃঃ/বিমা-১৪/২০১৪/৫৪৩—যেহেতু, জনাব চৌঃ মোঃ আবু আব্দুল্লাহ, মনিটরিং অফিসার, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৪/২০১৪/৫১৬ নং প্রজ্ঞাপনে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব চৌঃ মোঃ আবু আব্দুল্লাহ, মনিটরিং অফিসার, শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২) (এ) উপ-বিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

তারিখ, ১৬ আশ্বিন ১৪২১/০১ অক্টোবর ২০১৪

নং প্রাগম/তঃ শৃঃ/বিমা-১৪/২০১৩-৫৪৪—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম খান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জকিগঞ্জ, সিলেট (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপবিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০ আগস্ট ২০১৪ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-১৪/২০১৩/১৭৬ নং প্রজ্ঞাপনে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর বিভাগীয় মমলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম খান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জকিগঞ্জ, সিলেট (প্রাক্তন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ আশ্বিন ১৪২১/০২ অক্টোবর ২০১৪

নং সবিম/শাঃ ৩/লোকাশি ২৭/০৯/৪২৪—বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৮ এর ৬ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকার নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠন করল ঃ

চেয়ারম্যান

(১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী।

সদস্য-বৃন্দ

(২) জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, ২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

(৩) জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ, ১৭১ মুন্সিগঞ্জ-১, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

(৪) বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন, ১৭২ মুন্সিগঞ্জ-২, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

(৫) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(৬) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা)

(৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

(৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা।

(৯) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

(১০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

(১১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপসচিব

(১২) জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

(১৩) অধ্যাপক মইনুদ্দিন খালেদ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী।

(১৪) জনাব কাইয়ুম চৌধুরী, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী।

(১৫) জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম খান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী

(১৬) ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(১৭) পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

২। উক্ত পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮নং আইন)'র ৫-৮ ধারায় প্রতিফলিত কার্যাবলীর আলোকে কার্য সম্পাদন করবেন।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৬-২০১৪ তারিখের সবিম/শাখা-৩/লোকাশি-২৭/২০০৯/২২৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

স্বশাসিত সংস্থা বিসিক শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ৮ কার্তিক ১৪২১/২৩ অক্টোবর ২০১৪

নং ৩৬.০৬৫.০১৫.০০.০৪.০২৯.২০০৫-২৪৩—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত (ক) "মৌমাছি পালন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ০৪(চার) ক্যাটাগরির ১৩ (তের) টি অস্থায়ী পদ এবং (খ) "পাবত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৭(সাত) ক্যাটাগরির ২২(বাইশ) টি অস্থায়ী পদ ০১-৬-২০১৩ তারিখ হতে স্থায়ীকরণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি ঃ

(ক) "মৌমাছি পালন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (বেতন স্কেলে, ২০০৯)
(১)	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০৩ (তিন)টি	১১০০০—২০৩৭০/- (৯নং স্কেল)
(২)	কারিগরি কর্মকর্তা	০৫ (পাঁচ) টি	৬৪০০—১৪২৫৫/-(১১নং স্কেল)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (বেতন স্কেলে, ২০০৯)
(৩)	হিসাবরক্ষক তথা কোষাধ্যক্ষ	০১(এক) টি	৫২০০—১১২৩৫/- (১৪নং স্কেল)
(৪)	করণিক তথা মুদ্রাক্ষরিক	০৪(চার) টি	৪৭০০—৯৭৪৫/- (১৬নং স্কেল)
	মোট ০৪ (চার) ক্যাটাগরির =	১৩ (তের) টি	

(খ) "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (বেতন স্কেলে, ২০০৯)
(১)	সমন্বয় কর্মকর্তা	০১ (এক)টি	৬৪০০—১৪২৫৫/-(১১নং স্কেল)
(২)	হিসাবরক্ষক তথা কোষাধ্যক্ষ	০১(এক) টি	৫২০০—১১২৩৫/- (১৪নং স্কেল)
(৩)	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	০১(এক) টি	৫২০০—১১২৩৫/- (১৪নং স্কেল)
(৪)	ক্রাফটস ম্যান	০৭(সাত) টি	৪৭০০—৯৭৪৫/- (১৬নং স্কেল)
(৫)	করণিক তথা মুদ্রাক্ষরিক	০৩(তিন) টি	৪৭০০—৯৭৪৫/- (১৬নং স্কেল)
(৬)	দক্ষ তাঁতি	০৫(পাঁচ) টি	৪৪০০—৮৫৮০/- (১৮নং স্কেল)
(৭)	বিক্রয় সহকারী	০৪(চার) টি	৪৯০০—১০৪৫০/- (১৫নং স্কেল)
	মোট ০৭ (সাত) ক্যাটাগরির =	২২ (বাইশ) টি	

শর্তসমূহ ঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ নং স্মারকে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর বিদ্যমান টিওএন্ডই তে অস্থায়ী পদগুলি স্থায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং টিওএন্ডই হালনাগাদ করে তার একটি কপি অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম ম্যানুয়েলে বর্ণিত অন্যান্য বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ স্থায়ীকরণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

নং ৩৬..০৬৫.০১৫.০০.০৪.০২৯.২০০৫-২৪৪—আমি আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্তৃক বাস্তবায়িত (ক) "মৌমাছি পালন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ০৫(পাঁচ) ক্যাটাগরির ২৩ (তেইশ) টি অস্থায়ী পদ এবং (খ) "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৮(আট) ক্যাটাগরির ৬৮(আটষট্টি) টি অস্থায়ী পদ ০১-৬-২০১৩ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ভুতাপেক্ষ এবং ০১-০৬-২০১৪ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারি আদেশ নিম্নোক্ত শর্তে জারি করছি ঃ

(ক) "মৌমাছি পালন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (বেতন স্কেলে, ২০০৯)
(১)	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০১ (এক)টি	১১০০০—২০৩৭০/- (৯নং স্কেল)
(২)	গাড়ি চালক	০১(এক) টি	৪৭০০—৯৭৪৫/- (১৬নং স্কেল)
(৩)	কারিগরি সহকারী	১১ (এগার)টি	৪২৫০—৮১৪০/- (১৯ নং স্কেল)
(৪)	পিয়ন	০৩ (তিন)টি	৪১০০—৭৭৪০/- (২০নং স্কেল)
(৫)	গার্ডেনার	০৭ (সাত)টি	৪১০০—৭৭৪০ (২০নং স্কেল)
	মোট ০৫ (পাঁচ) ক্যাটাগরির =	২৩ (তেইশ) টি	

(খ) "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কুটির শিল্পের উন্নয়ন" শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (বেতন স্কেলে, ২০০৯)
(১)	ঊর্ধ্বতন সমন্বয় কর্মকর্তা	০১ (এক)টি	১১০০০—২০৩৭০/-(৯নং স্কেল)
(২)	সমন্বয় কর্মকর্তা	০২(এক) টি	৬৪০০—১৪২৫৫/- (১১নং স্কেল)
(৩)	হিসাবরক্ষক তথা-কোষাধ্যক্ষ	০২(দুই) টি	৫২০০—১১২৩৫/- (১৪নং স্কেল)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনস্কেল (বেতন স্কেলে, ২০০৯)
(৪)	দক্ষ তাঁতি	০১ (এক)টি	৪৪০০—৮৫৮০/- (১৮নং স্কেল)
(৫)	হেলপার	৩২(বত্রিশ) টি	৪১০০—৭৭৪০/- (২০নং স্কেল)
(৬)	এমএলএসএস (পিয়ন)/বার্তাবাহক	০২(দুই) টি	৪১০০—৭৭৪০/- (২০নং স্কেল)
(৭)	গার্ড	২৭(সাতাশই) টি	৪১০০—৭৭৪০/- (২০নং স্কেল)
(৮)	ঝাড়ুদার	০১ (এক)টি	৪১০০—৭৭৪০/- (২০নং স্কেল)
	মোট ০৮ (আট) ক্যাটাগরির =	৬৮(আটষট্টি) টি	

শর্তসমূহ ঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ নং স্মারকে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর বিদ্যমান টিওএন্ডই তে অস্থায়ী পদগুলি স্থায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং টিওএন্ডই হালনাগাদ করে তার একটি কপি অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

(গ) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম ম্যানুয়েলে বর্ণিত অন্যান্য বিধি-বিধান/আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। পদ সংরক্ষণের এ সরকারি আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোঃ রেজাউল করিম
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৩-৩৩৫—ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানার জিডি নং ১১৯, তারিখ ০৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী আসামি মোঃ আকরামুল হক (৪০), পিতা মৃতঃ ছামছুদ্দিন মল্লিক, সাং লক্ষীপুর, থানা হরিণাকুণ্ড, জেলা ঝিনাইদহ সহ ০৬(ছয়) জনকে গ্রেফতার করে। অপরাপর আসামিরা পলাতক রয়েছে। আসামিরা বর্তমান সরকার পতনের আন্দোলনের নামে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, সরকারি বেসরকারি স্থাপনাসমূহে অগ্নিসংযোগ, প্রশাসনের লোকজনের উপর আক্রমণসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রিশখালী গ্রামস্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার রুমের মধ্যে জামায়াত শিবিরের ৯০/৯৫ জন নেতাকর্মী গোপন বৈঠক করে সরকার পতনের পরিকল্পনা করে। আসামিরা উক্ত কর্মকান্ড দ্বারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন যা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১২০খ ও ধারা ১২৪ ক এর অপরাধ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত আসামিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ধারা ১২০-খ এবং ধারা ১২৪-ক এর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে আফিসার ইনচার্জ, হরিণাকুন্ডু, থানা জেলা ঝিনাইদহকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর যথাক্রমে ধারা ১৯৬এ ও ১৯৬ এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদদ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৩-৩৪৮—ডিবি (পূর্ব) ডিএমপি, ঢাকার সাধারণ ডায়রী নং ২৭০, তারিখ, ১০-৮-২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত আসামি জালাল আহম্মেদ (২০), পিতা মৃত হাসান শরীফ, মাতা ময়ুরা বেগম, সাং শিলখালী, পোস্ট বার বাকিয়া, থানা পেকুয়া, জেলা কক্সবাজার, বর্তমান ঠিকানা রুম নং ৪ক, মহসিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, থানা শাহবাগ, ডিএমপি, ঢাকা গং অপরাপর সঙ্গীদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গোপন বৈঠকে মিলিত হয় মর্মে গোয়েন্দা তথ্যে সত্যতা পাওয়া যায়। একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন সহিংস গ্রুপ গঠন এবং সহিংস আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে মাস্টার প্লানের কপিসহ গ্রেফতার হয়। আসামি উক্ত কর্মকান্ড দ্বারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন যা পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ধারা ১২৪ক এর অপরাধ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত ধৃত জালাল আহম্মেদ (২০), পিতা মৃত হাসান শরীফ এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ধারা ১২৪ক অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহিতা অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে ডিবি (পূর্ব) ডিএমপি, ঢাকা'কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬ এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদদ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৩-৩৪৯—গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার জিডি নং ৫০৮, তারিখ ১২-৬-২০১৪ খ্রিঃ মূলে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে আটকতৃত শ্রী জগদীশ চন্দ্র নাপিত, মহানবী (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে খারাপ মন্তব্য করে যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার সামিল। আসামি উক্ত কর্মকান্ড দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননার অপরাধ করেছেন যা দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৯৫ক এর অপরাধ।

২। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত অভিযুক্ত শ্রী জগদীশ চন্দ্র (৬০), পিতা মৃত চন্দ্র সরকার, সাং চক রহিমাপুর, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৯৫ক অনুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা-কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬ এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদদ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা -১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৬.২০১৩-৭৭৫—যেহেতু, ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী (৩৭৪২৭), অধ্যাপক (চঃ দাঃ), রেডিওথেরাপি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরিচালক (চঃ দাঃ), জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০২-০৬-২০১৩ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৬.২০১৩-৫৫০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৫-৮-২০১৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, ক্যান্সার হাসপাতালের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক উক্ত নিয়োগ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন করেছিলেন। ইউজার ফি'র টাকা আত্মসাৎ এর বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরপরই সময়মত টাকা জমা না দেওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে ক্যাশিয়ার জনাব আব্দুস ছালাম পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছিলেন। এছাড়াও সাময়িক বরখাস্তকৃত ক্যাশিয়ার ছালামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী (৩৭৪২৭), অধ্যাপক (চঃ দাঃ) , রেডিওথেরাপি, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা এবং গত ০১-০১-২০১৪ তারিখ হতে তিনি পিআরএল-এ গমন করায় বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

এম, এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১৫১.২০১৩-৩১৫—যেহেতু, জনাব বিশ্বজিৎ বৈশ্য, প্রশিক্ষক, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), আজিমপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামালা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৪-০৬-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক জনাব বিশ্বজিৎ বৈশ্য, প্রশিক্ষক, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), আজিমপুর, ঢাকা কে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ১৪ অক্টোবর ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৩৩.২০১৪-৩২২—যেহেতু, ডাঃ তানজিলা সুলতানা (১২২৭১৬), মেডিকেল অফিসার, রায়পুর উপজেলাধীন সাইচা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লক্ষীপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-১০-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নালিশী সময়ে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন এবং তিনি যথারীতি মাতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আবেদনও করেছিলেন;

এক্ষণে, ডাঃ তানজিলা সুলতানা (১২২৭১৬), মেডিকেল অফিসার, রায়পুর উপজেলাধীন সাইচা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লক্ষীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১৮.২০১৪-৩২৩—যেহেতু, ডাঃ সৈয়দ শামসুল আরেফিন (১২২৭৬২), সহকারী সার্জন, কাজিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজগঞ্জ বর্তমানে মেডিকেল অফিসার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০১-১০-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, ডাঃ সৈয়দ শামসুল আরেফিন (১২২৭৬২), সহকারী সার্জন, কাজিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজগঞ্জ বর্তমানে মেডিকেল অফিসার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা- এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ করার ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করতঃ বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

এ.এম বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

হাসপাতাল-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ অক্টোবর ২০১৪

নং স্বাপকম/হাস-২/বিবিধ-০৯/২০০৭(অংশ-২)-৬৯৬—স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ০৭-০৯-২০১৪ তারিখের স্বাঃ অধিঃ/পঃ ও গবেঃ ৫০০ শয্যা হাসঃ মুগদাঃ/৩০১/২০১৪/১০০৭ সংখ্যাক স্মারক মোতাবেক "খিলগাঁও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, খিলগাঁও" এর নাম সংশোধন করে "৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা" নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আল মামুন মুর্শেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ আষাঢ় ১৪২১/২২ জুন ২০১৪

নং ৪৬.০৪২.০৩৩.০৩.০০.১৪৭.২০১১(১)-২৩১২—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০(২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর ৮২(১) ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত জেলার জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করলেন ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রশাসকের নাম
(১)	লক্ষ্মীপুর	জনাব মোঃ শামসুল ইসলাম পিতা মৃত হাজী জাবদউল্লাহ, মাতা আতরের নেছা বেগম, গ্রাম উষিয়ারকান্দি, ডাকঘর বসিকপুর, উপজেলা সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর।
(২)	সিরাজগঞ্জ	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, পিতা মৃত এমান আলী বিশ্বাস, মাতা মৃত চুম্বলী খাতুন, গ্রাম কামারপাড়া, ডাকঘর শেরনগর, উপজেলা বেলকুচি, জেলা সিরাজগঞ্জ।
(৩)	চুয়াডাংগা	জনাব মাহফুজুর রহমান মন্জু, পিতা শহীদ মহসিন আলী, মাতা মৃত সৈয়দা হাবিবা খাতুন, থানাপাড়া, দর্শনা, উপজেলা দামুড়হুদা, চুয়াডাংগা।
(৪)	রংপুর	জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, পিতা মরহুম শামছুল হক সরকার, মাতা মরহুমা জিন্নাতুন নেছা, বাড়ী নং ৩৩৮ রোড নং ০১, মুলাটোল সদর, রংপুর ৫৪০০।
(৫)	সুনামগঞ্জ	ব্যারিস্টার এম এনানুল কবির ইমন, পিতা মৃত এডভোকেট আব্দুর রইস, মাতা রফিকা চৌধুরী, নিসর্গ-১৩, হাছন নগর, সুনামগঞ্জ।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-৩)-৬৩৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আমির হোসাইন, পিতা-মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা-আমির জান, গ্রাম-মোগর খাল, ১৭নং ওয়ার্ড, পোঃ জাঃ বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৭নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।